NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

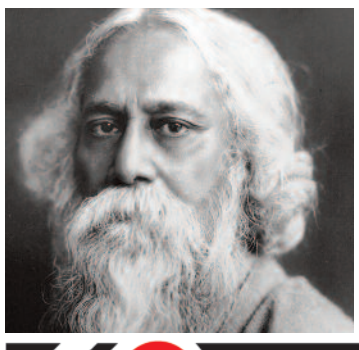

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রবীন্দ্র জীবনে শেষ ভাইফোঁটা, লিখলেন প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুদবুদে বালি পাচারের অভিযোগ ৬

কলকাতা ৩ নভেম্বর ২০২৪ ১৭ কার্তিক ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.11.2024, Vol.18, Issue No. 142 8 Pages, Price 3.00

বিষণ্ণ বিদায়

বাজে কদমতলা ঘাটে কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

ধর্ষণ করে শিশুকে খুনের ঘটনায় জ্বলছে ফালাকাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফালাকাটার শিশুধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। তার মধ্যেই আলিপুরদুয়ার জেলায় আরও একটি ধর্ষণের অভিযোগ উঠল! এ বার ঘটনাস্থল কুমারগ্রাম। অভিযোগ, ন'বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছেন তারই এক পূর্বপরিচিত। শনিবার বিকেলে এ নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে এক জনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি 'নির্যাতিতা'র পূর্বপরিচিত।

কালীপুজোর রাতে শিশুকে ধর্ষণ করে, খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় দেহ! শুক্রবার থেকেই এই অভিযোগে উত্তপ্ত আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা। গণপিটুনিতে মৃত্যুও হয়েছে অভিযুক্তের। সেই ঘটনায় এবার সামনে এসেছে আরও বড় অভিযোগ। একজন নয়, শিশুকে ধর্ষণ ও খুন করার সময় দু'জন ছিল বলে অভিযোগ। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের পিঠ বাঁচাতে গণপ্রহারে সামিল হন বলেও দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। শনিবার সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপাতত বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে ফালাকাটায়।

কালীপুজোর উৎসবের মাঝে প্রতিবেশী শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্তকে ধরে সুপারি গাছে বেঁধে গণধোলাই দেন গ্রামবাসীর। ফালাকাটার ধনীরামপুর এলাকার ওই ঘটনায় গণপিটুনিতে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়।

তবে মৃত শিশুর মায়ের দাবি, সে দিন দরজা খুলে দুজনকেই দেখেছিলেন তিনি। ওই দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়েও লেগেছিল রক্ত। মৃত শিশুর মা বলেন, 'মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে ওদের বাড়ি যাই। দরজা খুলে দেখি ওর গায়ে রক্ত লেগে আছে। আর একজন ছিল। তার গায়েও রক্ত লেগেছিল। আমি পাগলের মতো মেয়েকে খুঁজতে থাকি। ওরা বলে, তোমার মেয়ে এখানে আসেনি।' পরে শিশুর বাবা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মেয়ের দেহ দেখতে পান। ততক্ষণে দ্বিতীয়জনকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। মৃত শিশুর দাদুও এই একই অভিযোগ করেছেন।

শনিবার সকাল থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামের রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তাঁদের দাবি, ফাঁসি দিতে হবে দ্বিতীয় অভিযুক্তকে। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

অমিত শাহ সম্পর্কে মন্তব্য
কানাডার কূটনীতিককে তলব করল সাউথ ব্লক

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: কানাডায় খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপরে আক্রমণের নেপথ্যে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত রয়েছে। মার্কিন দৈনিকে কানাডার উপ বিদেশমন্ত্রী ডেভিড মরিসনের বক্তব্য নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল ভারত। ঘটনাপ্রবাহে ক্ষুব্ধ নরেন্দ্র মোদি সরকার। এ বিষয়ে নয়াদিল্লির কানাডা দূতাবাসের এক কূটনীতিককে তলব করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সেই সঙ্গে এমন অভিযোগকে 'অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে সাউথ ব্লক।

মঙ্গলবার কানাডার পার্লামেন্টের কমিটির সামনে মরিসন শাহকে নিয়ে আরও এক বার অভিযোগ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'কানাডার উপবিদেশমন্ত্রী ডেভিড মরিসন কমিটির সামনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেন, তা অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন। ভারত সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ করছে। শুক্রবার ভারত-স্থিত কানাডার দূতাবাসের এক প্রতিনিধিকে তলব করা হয়েছে।'

সম্প্রতি মার্কিন দৈনিক 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়, কানাডায় খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তাঁদের উপরে হামলা চালানোর ছাড়পত্র দিয়েছিলেন 'ভারতের এক শীর্ষস্থানীয় পদাধিকারী'। সংবাদপত্রটি দাবি করে, অমিত শাহই সেই পদাধিকারী বলে 'কানাডার একটি সূত্র' তাদের নিশ্চিত করেছে। উপবিদেশমন্ত্রী মঙ্গলবার মরিসন স্বীকার করেছেন, তিনিই সেই সূত্র। এই বিষয় প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে রণধীর জানান, এই মন্তব্য ভারত এবং কানাডার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে।

শনিবার জয়সওয়াল বলেন, 'কানাডার উচ্চপদস্থ কর্তারা ভারতকে অসম্মান এবং অন্য দেশকে প্রভাবিত করার জন্য কৌশল হিসাবে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের কাছে ভিত্তিহীন ইঙ্গিত করছেন। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে।'

প্রসঙ্গত, গত ১৩ অক্টোবর কানাডা সরকারের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়, নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে যাঁদের স্বার্থ জড়িত, সেই তালিকায় কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার সঞ্জয়কুমার বর্মা রয়েছেন। এর পরেই সঞ্জয়-সহ কয়েক জন কূটনীতিককে দেশে ফেরত আনা হয়। পাশাপাশি, বিদেশ মন্ত্রক 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে বহিষ্কার করে কয়েক জন কানাডার কূটনীতিককে। সেই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে অভিযোগ তোলা হয়, কানাডার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কট্টরপন্থী খলিস্তানি গোষ্ঠীগুলির সমর্থন পাওয়ার জন্য ট্রুডো সরকার নতুন করে হরদীপ সিং নিজ্জর বিতর্ক সামনে নিয়ে আসছে।

খলিস্তানি নেতা নিজ্জরকে ২০২০ সালে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে ঘোষণা করেছিল ভারত। তিন বছর পর ২০২৩ সালের ১৮ জুন কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সারের একটি গুরুদ্বারের সামনে তাঁকে হত্যা করা হয়। এর পরেই নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের 'ভূমিকা' রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ট্রুডো। নিজ্জর হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারত এবং কানাডার মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। সেই আবহে মরিসনের মন্তব্য নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে।

ছটে দুর্ঘটনা রুখতে ব্যবস্থা

■ আসন্ন ছটপুজো উপলক্ষে যে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে রাজ্য সরকার সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজপন্থ শনিবার নবান্ন থেকে সব জেলার জেলাশাসক, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে ছটপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি কলকাতার হুগলি নদী-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয় ও নদীতে যেখানে ছটপুজো পালন করা হয় সেই ঘাটগুলিতে পর্যাপ্ত আলো-সহ বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তরের কর্মীদের মোতায়েন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। স্নানের সময় অতিরিক্ত নজরদারির জন্যে জলে বোট রাখার কথা বলা হয়েছে। খুব ভিড় হয় এমন ঘাটগুলিতে নদীতে জোয়ার আসার আগে মাইকিং করে মানুষদের সচেতন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর ছট পুজো পালন করা হবে।

প্রদীপের আগুনে মৃত পরিবার

■ দীপাবলির রাতে ঘরে জ্বলছিল প্রদীপ। সেই থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। তার জেরে ঘরের ভিতরেই দম বন্ধ হলো মৃত্যু হল ব্যবসায়ী-সহ গোটা পরিবারের। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশে ঘটনাটি ঘটেছে। কী ভাবে বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যবসায়ীর নাম সঞ্জয়শ্যাম দাসানি (৪৯)। একই সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রী কণিকা (৪৫) এবং বাড়ির পরিচারিকা ছবি চৌহান (২৪)-এর।

রত্নভাণ্ডারে নেই গোপন কুঠুরি

■ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারে কোনও গোপন কুঠুরি নেই। যাবতীয় জল্পনায় জল ঢাললেন ওডিশার মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। তাঁর দাবি, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া পুরীর রত্নভাণ্ডারে যে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার সার্ভে বা জিপিআর সমীক্ষা চালিয়েছে, সেই সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী গোপন কোনও কুঠুরির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

তোলা না দেওয়ার অপরাধ

■ কোচবিহারে তোলা না দেওয়ায় জেসিবি দিয়ে দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে ৫ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ। তোলা না দেওয়ায় জেসিবি দিয়ে দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ব্যবসায়ীর। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আলম মিঞার।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

ভাইফোঁটায় অগ্নিমূল্য বাজার

■ ভাইফোঁটায় অগ্নিমূল্য বাজার। কালীপুজোর পর বেড়েছে কিছু সবজির দাম। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় মাছের বাজার আগুন। ভাইফোঁটার বাজার করতে হিমশিম। কিনছেন কম ক্রেতারা, তাই বিপাকে বিক্রেতারাও। মানিকতলা মাছ বাজার হোক বা সবজি বাজার, যেখানেই হাত দেওয়া হচ্ছে যেন হাতে ফোসকা পড়ছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

গরফায় লিভ-ইন সঙ্গীর ফ্ল্যাটে মিলল যুবতীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার গরফা এলাকায় এক যুবতীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, লিভ ইন সঙ্গীর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় বছর ৩৫-এর এক যুবতীর দেহ। খুন না কি আত্মহত্যা, না কি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হয়েছে যুবতীর, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। গরফা থানার পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ঘটনায় এক জনকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রতিবেশীদেরও। পুলিশ সূত্র খবর, কালীপুজোর পরের দিন ওই ফ্ল্যাটে পার্টি হয়। পার্টি চলাকালীন সিঁড়ি থেকে ওই মহিলা পড়ে যান বলেও প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে এক যুবতীর দেহ উদ্ধার হয় গরফার একটি ফ্ল্যাট থেকে। দুপুরে একাই ফ্ল্যাটে ছিলেন ওই যুবতী। তাঁর বিশেষ বন্ধু দাবি করেছেন, মাকে ডাক্তার দেখিয়ে দুপুরে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন, তখন বান্ধবী শুয়ে ছিলেন। ঘুমিয়ে আছেন ভেবে তাঁরা তাঁকে ডাকাডাকি করেননি। কিন্তু সন্ধ্যার পরেও বান্ধবী বিছানা ছেড়ে না ওঠায় তাঁকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু তখন তাঁর সাড়াশব্দ পাননি। যুবক জানিয়েছেন, তিনি এবং তাঁর মা এর পর ওই যুবতীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রতিবেশীদের ডাকেন। ১০০ নম্বর ডায়াল করে খবর পাঠানো হয় পুলিশকেও। পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসকেরা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যুবতীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, পুলিশ যখন দেহ উদ্ধার করে তখন যুবতী ছিলেন অর্ধনগ্ন অবস্থায়। এ নিয়ে পুলিশের তরফে প্রতিক্রিয়া মেলেনি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তার পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি, যুবতীর বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কাশীপুর সন্ধান কালী মন্দিরে অন্নকূটের ভোগ মায়ের মুখের আদলে।

অনন্তনাগ

নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মৃত ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হল দুই জঙ্গির। শনিবার সকালে অনন্তনাগের হক্কান গলি এলাকায় জঙ্গিদমন অভিযান শুরু করেছিল নিরাপত্তা বাহিনী। ওই অভিযানেই দু'জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে সেনা সূত্রে খবর। শনিবার সকালে শ্রীনগরের খানিয়ার এলাকাতেও জঙ্গিদের খোঁজে একটি অভিযান শুরু হয়েছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযান চলছে সেখানে। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছেন তাঁরা। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, খানিয়ারে এখনও জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলছে সেনার।

জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই একের পর এক জঙ্গি কার্যকলাপ ঘটেছে উপত্যকায়। কখনও সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। কখনও হামলা চালিয়েছে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর। শুক্রবারও কাশ্মীরের বদগাঁওয়ে ভিন্ রাজ্যের দুই শ্রমিককে লক্ষ্য করে গুলি করে জঙ্গিরা। তার পর থেকেই জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গিরা হামলার পর নিকটবর্তী একটি জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। পরে সেনার কাছে খবর আসে নগরের খানিয়ারে একদল জঙ্গি আশ্রয় নিয়েছে। সেই খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযানে যান সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী।

এর আগে কাশ্মীরের আখনুরে সেনার অ্যাম্বুল্যান্সে হামলা চালিয়েছিল তিন জন জঙ্গি। গত সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ সেনার একটি গাড়ি এবং একটি অ্যাম্বুল্যান্সে আচমকা গুলি ছুড়তে শুরু করেছিল জঙ্গিরা। বাহিনীর গাড়িতে হামলার পর নিকটবর্তী জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল জঙ্গিরা। সেই জঙ্গলের ভিতরে এবং আশপাশের এলাকায় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছিল। সোমবারই বাহিনীর গুলিতে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালের মধ্যে বাকি দুই জঙ্গিরও মৃত্যু হয়। আখনুরে ওই হামলার নেপথ্যে ছিল জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠী।

নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিক সূত্রকে উদ্ধৃত করে বুধবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছিল, জঙ্গিরা সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে আখনুরে প্রবেশ করেছিল। ভারতীয় ভূখণ্ডে বড়সড় নাশকতার 'ছক' ছিল তাদের। মৃত জঙ্গিদের থেকে একটি ওয়্যারলেস যন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ওই যন্ত্র থেকেই হামলার নেপথ্যে জইশ-যোগের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন আধিকারিকেরা।

নভেম্বরেও মিলবে না শীত! শতাব্দীর উষ্ণতম অক্টোবর অনুভূত করল দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: সাধারণত দীপাবলির সময় কিংবা তার কিছু দিন পর থেকেই দেশের সর্বত্র হালকা শীত শীত অনুভূতি দস্তুর। তবে এ বার তেমন সম্ভাবনা খুব একটা নেই। বরং মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, নভেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গরমের অনুভূতি তুলনামূলক ভাবে বেশিই থাকতে পারে। অক্টোবর মাসেও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশিই ছিল তাপমাত্রা। গত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ে অক্টোবর মাসে এতটা গরম পড়েনি ভারতে। ১৯০১ সালের পর থেকে এটিই ছিল ভারতের উষ্ণতম অক্টোবর। দেশের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১.২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

তুলনামূলক ভাবে উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য মূলত দু'টি কারণের কথা জানিয়েছেন মৌসম ভবনের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। প্রথমত, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার অনুপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় নিম্নচাপগুলির কারণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস প্রবেশ করেছে। এই দুইয়ের কারণে অক্টোবর মাসে দেশে গড় তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ২৬.৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা ১৯০১ সালের পর থেকে অক্টোবর মাসে দেশের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা। ওই বছরের অক্টোবরে দেশের গড় তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অক্টোবরে দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ছিল ২১.৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যেখানে স্বাভাবিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২০.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মৌসম ভবন জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা কমার জন্য উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস প্রবেশ করা প্রয়োজন। যা এখনই হচ্ছে না। পাশাপাশি ওই অঞ্চল থেকে বর্ষা এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। সেই কারণেও তাপমাত্রা নিম্নমুখী হতে পারছে না। ফলে আরও অন্তত দু'সপ্তাহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকতে পারে। তার পরে ধীরে ধীরে কমে স্বাভাবিকের দিকে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাস মৌসম ভবনের।

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা মৃত্যুঞ্জয়ের মতে, নভেম্বরকে শীতের মাস হিসাবে দেখছে না মৌসম ভবন। মূলত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিকেই শীতের মাস হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ডিসেম্বরে হালকা শীতের অনুভূতি মিলতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের এই পরিস্থিতির কারণেই দেশের সর্বত্র গড় তাপমাত্রার উপর প্রভাব পড়তে চলেছে। তবে বাংলা-সহ বেশ কিছু জায়গায় নভেম্বর থেকেই শীতের আমেজ অনুভব করা যাবে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী চার দিনে দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি কমতে পারে। তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি কমতে পারে উত্তরের জেলাগুলিতেও। সে ক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা কমলে শীতের আমেজ অনুভূত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বাংলায় এখনই আনুষ্ঠানিক ভাবে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই। তাতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/১০/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Oyahid Shah S/o. Doyadin Shah ও Mr. Wahid Sha S/o. Doyadin Shah উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Kamrunnesa W/o. Oyahid Shah D/o. Khalil Shah ও Mrs. Kamrun Bibi W/o. Oyahid Shah D/o. Khalil Shah উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, AT KHARAGPUR. SUCCESSION CERTIFICATE CASE NO. 13/2023

BELA DAS.. Petitioners
-(VERSUS)-
SIMA DAS & OTHERS..Opp. Parties

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **বেলা দাস**, স্বামী ৺বাঙালী দাস, সাং নজরগঞ্জ, পোস্ট ও থানা মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী তাহার মৃত পুত্র **সুজিত দাস** এর নামিত **State Bank of India, Dantan Branch** থাকা নিম্নলিখিত Schedule of Debts সম্বন্ধে District Delegate Kharagpur, আদালতে **Succession Certificate** এর নিমিত্তে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং **12-11-24** তারিখে সকাল ১০.০০ টার সময় আপনি স্বয়ং বা কোন উকিলবাবু মারফৎ উক্ত আদালতে হাজির হইয়া অত্র মোকর্দ্দমায় আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Schedule of Debts

PPF and Gratuity of deceased **Sujit Das** amounting to **Rs. 60,00,000/-** (Rupees Sixty Lakhs) lying with the State Bank of India, Dantan Branch at Dantan, Paschim Medinipur.

আদেশানুসারে,
মদন মিশ্র
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। ২৭.৮.২৪

বিজ্ঞপ্তি

In The Court of the Ld. Additional District Judge 6th Court, Dist- Paschim Midnapore
Ref- Mat Suit Case No -442/2024
Application Sec. 13(1) of the Hindu Marriage Act.

Mr.Chandan Das, S/O- Anup Kumar Das. Residing At- Village Memul, P.O- Madhupur, P.S- Salboni, Dist-Paschim Midnapore. Pin code No- 721516, Within the Jurisdiction of your honor's court.
Vs .....Husband / Petitioner.
Smt. Rima Das, W/O- Mr. Chandan Das, at present address, C/OD/O-. Sanat Das. Residing At- Village - Belatikri,P.O-Belatikeri, P.S-Lalgarh, Dist-Jhargram Pin.code.No-721516.
Smt. Rima Das, W/O- Mr. Chandan Das, permanent address- At-Residing At- Village Memul, P.O-Madhupur, P.S- Salboni, Dist-Paschim Midnapore. Pin code No-721516 ..... Wife/Respondent.

এতদ্বারা জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং জেলা ঝাড়গ্রাম এলাকার সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে ঘোষনা করা যায় যে উপরোক্ত শ্রী চন্দন দাস দরখাস্তকারী উপরোক্ত মোকদ্দমায় **Sec. 13 (1) of the Hindu Marriage Act.** দরখাস্তে হুজুর আদালতের ডিক্রি পাওন প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে যদি কাহারো কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হয় বা কোনরুপ আপত্তি থাকে তবে আগামী ইং- **21/11/2024** তারিখ উপরোক্ত মোকদ্দমা ধার্য্য দিনে স্বয়ং অথবা উকিল বাবু মাধ্যমে, আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক একতরফা মতে বিচার হইবে । অদ্য ইং- তারিখ উপরোক্ত মতে আদেশ দান করা হইল।

অনুমত্যানুসারে
Amritendu Adak (Bench Clerk) A.D.J-6th Court , Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা নভেম্বর, ১৭ ই কার্তিক শে, রবি বার। দ্বিতীয়া, ভ্রাতৃদ্বীতিয়া তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহু র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ । সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(ভ্রাতৃদ্বীতিয়া। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র র তিরোধান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অভয়া-কাণ্ডের প্রতিবাদ হাওড়ার কালীপুজোতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সাঁকরাইল বানিপুর হনুমানতলা ফ্রেন্ডস ক্লাব বিগত কয়েক বছর ধরে কালীপুজো অনুষ্ঠান করে আসছেন। তারা এবারও কালীপুজো অনুষ্ঠান করেছেন ভালোভাবে কিন্তু তাদের এইবার চিন্তাভাবনা কলকাতা আরজি কর হাসপাতালে সেই আগস্ট মাসের অভয়ার ঘটনা। তারা তাঁদের পুজোর মন্ডপেও সেই ঘটনা ফুটিয়ে তুলেছেন। মন্ডপের বিভিন্ন জায়গা পোস্টার লাগানো রয়েছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস, সেভ গার্ল'। পাশাপাশি একাধিক স্লোগান রয়েছে পোস্টারের মাধ্যমে। তার পাশেই রয়েছে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পাড়াও'। মানুষকে সচেতন করার জন্য এই ধরনের থিম চিন্তা ভাবনা করে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি মা কালীর প্রতিমার সামনে মন্ডপের বাইরে স্ট্রাকচার উপরে একটি রক্তাক্ত অবস্থা মহিলাকে দেখানো হয়েছে যেটা ক্লাব উদ্যোক্তারা বলছেন যে আরজিকর ঘটনার পর যে ছবি আমরা দেখেছি সেইটা তুলে ধরা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গা, যেই জায়গাগুলোয় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার চিত্র তারা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাদের একটাই বার্তা মানুষ যাতে সজাগ হয়। আমাদের সমাজের মা বোন সবার সমান অধিকার রয়েছে। তারা সমানভাবে এখানে বেঁচে থাকতে চান। তাদেরকে সম্মান দিতে হবে। তাদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। মানুষ ভুলতে পারবে না। মন্ডপে ঘুরতে আসার এক দর্শনার্থী বলেন, 'আরজি কর ঘটনার কোনোদিন ভোলা যাবে না। কিন্তু এই ধরনের মণ্ডপ যারা তৈরি করেছেন তারা মানুষকে বার্তা দিচ্ছেন যাতে মানুষ সজাগ হয়ে ওঠে। এই ধরনের ঘটনা করার আগে একবার চিন্তা করে। মানুষের এই বিবেকটা যাতে বাঁচুক তাই তারা বার্তা দিয়েছেন।'

অভয়ার স্মরণে হাওড়াতে 'বোন ফোঁটা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ন্যায় বিচার দাবির সংগ্রাম এবং লড়াইকে স্মরণীয় করে তুলতে হাওড়ায় এই বছরে চালু হল অভিনব 'বোন ফোঁটা'। শনিবার সকালে হাওড়া ময়দানের কাছে গঙ্গা নদীর পাড়ে তেলকল ঘাটে এই বোন ফোঁটার আয়োজন করে রিজুবিনেটরস ফর এনভারমেন্ট নেচার এন্ড ইউনাইটেড স্যোসাইটি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার প্রধান পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, 'সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে ভাই-ফোঁটা চালু আছে। যদিও তারা অভয়ার লড়াইকে স্মরণীয় করে তুলতে অভিনব এই বোন ফোঁটার আয়োজন করেছেন। এর মাধ্যমে সমাজে তারা একটি বার্তা দিতে চান আর অত্যাচারিত চিকিৎসক তরুণীকে হত্যার বিরুদ্ধে লড়াইকে স্মরণীয় করে রাখতে চান। এখন থেকে প্রতি বছর এই বোন ফোঁটা চলবে। এই বার্তা শুধু এই রাজ্যে নয় সারা দেশে এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। এদিন অভয়ার প্রতীকি ছবিতে নিজে হাতে ফোঁটা দেন সুভাষ দত্ত। ফোঁটা দেওয়ার সময় উপস্থিত সকলে বলেন 'তিলোত্তমা অমর রহে'। শনিবার বোন-ফোঁটার পাশাপাশি ওই সংগঠনের মহিলা সদস্যরা গাছেও ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করেন। মহিলারা প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং উলুধ্বনি দিয়ে গাছকে বরণ করে নেয়।

ভবানীপুর অণিবার্ন ক্লাবের ৪৫ বছর শ্যামা পুজো উপলক্ষ্যে ১০৮টি প্রদীপের আরতি করা হল শনিবার।

'দেওয়ালি উইথ মাই ভারত' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নেহরু যুব কেন্দ্র রঘনাথপুর এর উদ্যোগে ও মাই ভারতের সহযোগিতায় ও এল দে রোড সারদা সোসাইটি চেলিয়ামা ব্যাবস্থাপনায় সাওঁটালদি বাজারে এলাকায় আজ পালিত হোলো 'দেওয়ালি উইথ মাই ভারত' কর্মসূচি। ২৭ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর অবধি চলবে এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে বাজারে এলাকায় সাঁওতালদি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদেরকে সামিল করে সাথে করা হলো স্বচ্ছতা অভিযান। সেই সঙ্গে ব্যস্ততম ট্রাফিক মোড়গুলিতে মাই ভারতের স্বেচ্ছাসেবকেরা ট্রাফিক এলাকায় সচেতন করা হলো, দীপাবলির প্রাক্কালে যেহেতু বাজার এলাকায় অবাঞ্ছিত আবর্জনা জমা হয়

সেগুলি ঠিক মতো সাফাই করা হলে এলাকাবাসী এবং বাজার কর্তৃপক্ষের খুবই সুবিধা হবে বলে মনে করছেন বাজার কমিটির সদস্যরা। জেলা যুব আধিকারিক অর্ক মন্ডল জানান চারদিন ধরে বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন গ্রামে জনবহুল বাজার এলাকায় সাফাই অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে সেই সঙ্গে ট্রাফিক মোড়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণে সামিল হবে স্বেচ্ছাসেবকেরা।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, করে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুর থানার শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যারাকপুর দেবপুকুরের সূর্যপুরে। শনিবার সকালে গৃহকর্তা কমল কর্মকারকে বাড়ির বারান্দায় অচৈতন্য অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ততক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। অপরদিকে বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে থাকা কমল বাবুর স্ত্রী বিমলা দেবীর নিথর দেহ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, নেশাভান করে বাড়িতে এসে নিত্যদিন স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি করতেন কমল কর্মকার। শুক্রবার রাতে স্ত্রীকে ধারালো কিছু দিয়ে মেরে খুন করে কমল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মৃতার বউদি রঞ্জনা থাপা জানান, 'বিমলার স্বামী নিয়মিত নেশাভান করে অশান্তি করতো। বিমলার প্রতি ওর স্বামী প্রচন্ড সন্দেহ করত। আর সন্দেহের বশে স্ত্রীর ওপর নিয়মিত অত্যাচার চালাত কমল। এমনকি স্ত্রীকে প্রাণে মারারও হুমকি দিত প্রায়ই। অবশেষে সেটাই কমল করে দেখল। ওঁর ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছেলে জেগে থাকলে হয়ত এমন ঘটনা ঘটতো না।' অপরদিকে মৃত দম্পতির একমাত্র সন্তান ইমন কর্মকারের দাবি, 'বাবা নেশাভান করে এসে মায়ের ওপর অত্যাচার চালাতো। মাকে বাবাই মেরেছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই উভয়ের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

ইছাপুরে ছটব্রতীদের শাড়ি বিতরণ করলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিন্দু ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব 'ছট পুজো'। ছট অর্থাৎ ছটা কিংবা রশ্মির পুজো। আবার এই রশ্মি হল সূর্যের রশ্মি। অর্থাৎ ছট পুজো হল সূর্যদেবের পুজো। সাধারণত সনাতনীরা নিজেদের উন্নতি, সমৃদ্ধির জন্য ছট পুজো করে থাকেন। এই ছট পুজো উপলক্ষে শনিবার ইছাপুর ২০ নম্বর রেলগেট সন্নিহিত এলাকায় ছটব্রতীদের নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে ছটব্রতীদের আগাম শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। পাশাপাশি তিনি সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনাও করলেন।

ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে মিষ্টির দোকানে ভিড়।

ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের ১৯২তম জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সাইন্স-এর প্রতিষ্ঠা করে বাংলায় তথা ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা চর্চার পথ সুগম করেছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, জাতীয়তাবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অন্যতম পথিকৃত ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার। প্রতি বছর ২ নভেম্বর পালিত হয় তাঁর জন্মদিন। এ উপলক্ষ্যে কলকাতার পার্ক সার্কাসে ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস অডিটোরিয়ামে ড.মহেন্দ্রলাল সরকারের ১৯২তম জন্মদিন পালিত হল হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের শিয়ালদা ইউনিটের পক্ষ থেকে। এত বড় মাপের বিজ্ঞানী পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করে এই চিকিৎসা ব্যাবস্থাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডক্টর সরকারের সেই অবদান তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর ভবতোষ বিশ্বাস, ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির নির্দেশক ডক্টর সুভাষ সিং। তিনি বলেন, 'এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় গোল্ডেন বয় হিসেবে খ্যাত

তৎকালীন ব্রিটিশ মেডিক্যাল এস্যোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর সরকার। হোমিওপ্যাথি রেজাল্ট দেখে ও হোমিওপ্যাথির ফিলোসফি দেখে ঘোষণা করেন যে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করবেন। আজ হোমিওপ্যাথি টিকে আছে তার নিজের গুনে।' দ্য হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার শিয়ালদা ইউনিটের সভাপতি ডক্টর বি পি দাস বলেন, 'একজন বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার। ভারতের বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত মানুষের চিকিৎসক ছিলেন।' অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ডক্টর শহিদুল ইসলাম বলেন, 'ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে ডক্টর সরকারকে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের আলোপ্যাথি সায়িন্সের সেকেন্ড এমডি হয়েও পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ফিরে এসে এক বিস্ময়কর ইতিহাস তৈরি করেছিলেন তিনি।' এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির দুই প্রাক্তন নির্দেশক ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য ও ডক্টর অভিজিত চট্টপাধ্যায়, হ্যানিম্যান পাবলিশিঙের নির্দেশক ডি এস ভড়, ডক্তর বিনয় কুমার দাস প্রমুখ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩ নভেম্বর ২০২৪, ১৫ কার্তিক, রবিবার

স্বাস্থ্যসাথী পোর্টাল থেকে একাধিক সিনিয়র আরএমও 'কে নিষ্ক্রিয় করল স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্যসাথী পোর্টাল থেকে ৫০০'র বেশি সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারকে নিষ্ক্রিয় করল স্বাস্থ্য দপ্তর। আরজি করের অভয়া কাণ্ডের জেরে কর্মবিরতি চলাকালীন এই সরকারি সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তাররা চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রায় ৫৪ কোটি টাকা তারা এই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থেকে আয় করেছেন বলেও জানা যাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে। এদিকে চুক্তি অনুযায়ী এমডি বা এমএস পাস করার পর তিন বছরের জন্য সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের কাজ করতে হয় এদের। বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে প্র্যাকটিস করতে পারেন না। কিন্তু যখন সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি চলছে তখন ৫০০র বেশি সিনিয়র রেসিডেন্টকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাঁরা বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আরজি করের প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি ঘোষণা করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট অভিযোগ করেছিলেন, এই সময় সরকারি সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও), সিনিয়র রেসিডেন্ট(এসআর) চিকিৎসকদের সম্পর্কে তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকায় আরএমও এবং এসআর চিকিৎসকদের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ফোন নম্বর, আধার এবং প্যান কার্ড নম্বর চাওয়া হয়েছে। তাঁদের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নথিও চেয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। নির্দেশিকার কপি স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের ফিন্যান্স আধিকারিকের কাছেও পাঠানো হয়েছে। এরপরই শনিবার স্বাস্থ্যসাথী পোর্টাল থেকে ৫০০র বেশি সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারকে নিষ্ক্রিয় করে স্বাস্থ্য দপ্তর।

স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বলা হয়েছে, সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা তারা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থেকে কামিয়েছেন। এই ডাক্তাররা বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রপ্রচারসহ অন্যান্য চিকিৎসার খরচ বাবদ ৫৪ কোটি টাকা সরকারি স্বাস্থ্য বীমা স্বাস্থ্য সাথী থেকে রোজকার করেছেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই ১৯ কোটি টাকার বেশি রোজগার করেছেন সিনিয়র রেসিডেন্টরা। এখন থেকে আর কেউ এই সুবিধা পাবেন না। ফলে তাদের এই প্রকল্পের কোনও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হবে না বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

হালিশহরে ছট পুজো বানচাল করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: হালিশহর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগর চাঁদনী ঘাটে ১২ বছর ধরে ধুমধাম করে ছট পুজো হচ্ছে। স্থানীয় স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ এস্যোসিয়েশনের উদ্যোগেই ওখানে ছট পুজো হয়ে আসছে। কিন্তু এবারে সেই পুজো বানচাল করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের লোকজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে নাকি চাঁদনী ঘাটে স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ এস্যোসিয়েশনকে ছট পুজো করতে নিষেধ করা হয়েছে। চাঁদনী ঘাটে ছট পুজোর জায়গাও দখল করে ইতিমধ্যেই প্যান্ডেল করা শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা শুক্রবার সন্ধেয় চাঁদনী ঘাটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। থানা ঘেরাও কিংবা রাস্তা ঘেরাও কর্মসূচি করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ক্ষুব্ধ মানুষজন। এই ঘটনা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ট্যুইট করেছেন। ট্যুইটে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'তৃণমূল কাউন্সিলর জিয়াউল হকের নেতৃত্বে ছট পুজোর জায়গা দখল করার চেষ্টা চলছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন সাংসদ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ দাবি করলেন, বুথ দখল কিংবা ভোট লুটের পর তৃণমূল এখন পুজো কমিটি দখল অভিযানে নেমেছে। ১২ বছর ধরে অমিত চৌবের নেতৃত্বে হালিশহর চাঁদনী ঘাটে ছট পুজো হচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, 'পুরানো পুজো উদ্যোক্তাদের সরিয়ে শাসকদলের লোকজন ওখানে প্যান্ডেল শুরু করে দিয়েছে। তৃণমূল কাউন্সিলর জিয়াউল হককে সামনে লেলিয়ে দিয়ে ছট পুজো ভণ্ডুল করার চক্রান্ত চলছে। তাই ছট পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন।'

কালীপুজোর বিসর্জনে হামলার অভিযোগ নাকচ কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর বিসর্জনে হামলার অভিযোগ উঠেছিল শুক্রবার রাতে। নারকেলডাঙার পুরনো পোস্ট অফিসের সামনেই বাধে এই ঝামেলা, এমনটাই বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছিল। আর এই ঘটনাকে সামনে এনে সমাজমাধ্যমে বেশ কিছু পোস্টও করা হয় শুক্রবার রাতেই। তবে এই ধরনের অভিযোগ আদতে 'বিভ্রান্তিমূলক' এবং 'অসত্য' বলে দাবি করা হল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

রাজাবাজার নারকেলডাঙা এলাকায় কালীপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে গোলমাল এবং বিসর্জনে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে বেশ কিছু অভিযোগ সামনে আসে। সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে উত্তর কলকাতায় নারকেলডাঙায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় হয় ইটবৃষ্টিও। এই ইটবৃষ্টিতে আহত হন এলাকার সাধারণ মানুষও। এরপরই বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকী, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বিষয়টি নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে সরব হন। শুভেন্দু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'রাজাবাজারে মা কালীর বিসর্জন মিছিলে হামলা হয়েছে। নারকেলডাঙা পুলিশ ভক্তদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।' তাঁর দাবি, নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে সিএপিএফ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সেনা মোতায়েন করা হোক।

এরপরই কলকাতা পুলিশ একটি বিবৃতিতে জানায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় নারকেলডাঙার ঘটনা নিয়ে ভুয়ো বর্ণনা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও কালীপুজোর বিসর্জন মিছিলে হামলা হয়নি। ইস্যুটি একটি বাইকের পার্কিং সম্পর্কিত ছিল। দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়। পরবর্তীকালে অশান্তি আরও বাড়তে থাকে। তবে পুলিশ সময়মতো হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নির্ধারিত কালীপুজোর বিসর্জন শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে ও কোনও বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষও। তিনি বলেন, 'ওই এলাকাটিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি বা ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি যথারীতি উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে।'

নদী ভাঙনের কবলে নিমতা ঘাটের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদী ভাঙনের কবলে এবার খাস কলকাতাও। গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেল নিমতলা ঘাটের একাংশ। প্রকাশ্যে এসেছে সেই ভিডিয়ো। কার্যত আতঙ্কে এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত্রিবেলা গঙ্গার স্রোতে ভেসে গিয়েছে নিমতলা ঘাটের একাংশ। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মতে, হাওড়ার দিকে প্রবল পলি জমায় বদল হয়েছে স্রোতের গতিপথ। ফলে গঙ্গার স্রোত এসে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে কলকাতার দিকের পাড়গুলিতে। এর জেরেই ভাঙছে পাড়। এদিকে এই ঘটনায় চিন্তায় প্রশাসন।

ফলত, গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক বাড়ছে নিমতলা, বাগবাজার-সহ একাধিক এলাকায়। শুধু তাই নয়, এমনকী নিমতলা ঘাটে রবিঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র ঘিরে বাড়ছেও উদ্বেগ। কারণ, সেটিও কার্যত বিপদসীমার মধ্যে। শুক্রবারের এই ঘটনায় পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ এও জানান, 'এটা খুব চিন্তার বিষয়। কারণ কলকাতার একটা অংশ ভাঙনের দিকে আসছে। ওই জায়গাটা পোর্ট ট্রাস্টের আওতায়। এমনকী ওদের একটা আলাদা বিভাগ রয়েছে যাঁরা এই সকল গঙ্গার ভাঙনের বিষয় দেখে থাকে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগিয়ে কীভাবে রোধ করা যায় তা দেখতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে হয়েছে, যেহেতু হাওড়ায় পলি জমে যাচ্ছে, তার জন্য গঙ্গা এসে এ দিকে গ্রাস করছে।'

তৈরি হবে আরও ৪টি নতুন ইএসআই হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষেত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হচ্ছে চারটি নতুন ইএসআই হাসপাতাল। প্রত্যেকটি হাসপাতাল হবে ১০০ বেড বিশিষ্ট। উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দার্জিলিংয়ে তৈরি হবে অত্যাধুনিক এই হাসপাতাল। যেখানে রোগীরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তার প্রেক্ষিতে যাবতীয় বিষয়ে সমস্ত রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। তারপর ইএসআই কর্পোরেশন এই চারটি হাসপাতাল তৈরির জন্য নীতিগত সম্মতি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, নদীয়ার কল্যাণীতে এইমস তৈরি করা হয়। বর্তমানে যা পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তাদের দাবি, দার্জিলিংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় প্রস্তাবিত ইএসআই হাসপাতাল চালু হলে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি দুই মেদিনীপুরে ও উত্তর ২৪ পরগনায় নয়া তিন ইএসআই হাসপাতাল নির্মাণ হয়ে গেলে দক্ষিণবঙ্গের রোগীরা পরিষেবা পাবেন। এই মুহূর্তে কলকাতার মানিকতলা ও জোকাতে ইএসআই হাসপাতাল রয়েছে।

সৃষ্টিশ্রী প্রকল্পের আওতায় জনপ্রিয় হস্তশিল্প বিপণন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গ্রামীণ শিল্পীদের বানানো বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী এবার দেশ বিদেশের যেকোনও জায়গা থেকে অনলাইনে কেনাকাটা করা যাবে। সৃষ্টিশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের জনপ্রিয় হস্তশিল্প গুলির বিপণন, প্যাকেজিং ও বাজারজাত করণের নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য পেশাদার সংস্থার সহায়তায় নেওয়া হবে। পেশাদার সংস্থাকে দিয়েই ধনেখালি তাঁত এবং জামদানি-সহ বাংলার লোকশিল্পীদের বানানো মোট সাত ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রীকে নতুন মোড়কে বাজারে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনলাইন বিপণন ছাড়াও দেশ-বিদেশের বড় বড় বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনে সৃষ্টিশ্রীর আউটলেট খোলা হবে। সেখানে এই সব পণ্যের প্রদর্শনী ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে।

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, হস্তশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া এই সব শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের ঐতিহ্যকে দেশ বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথাও মাথায় রাখা হয়েছে।

যৌন হেনস্থার অভিযোগ ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাপ বাইকের রাইড বাতিল করায় মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল অ্যাপ ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ক্যাবের চালক ফোন করে গালিগালাজ ও হুমকি দিয়েছে বলেও জানান অভিযোগকারী মহিলা চিকিৎসক। এরপরই চালকের নাম, ফোন নম্বর দিয়ে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল ও পূর্ব যাদবপুর থানাতে অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা জুনিয়র ডাক্তার।

ঘটনার সূত্রপাত, শুক্রবার মহিলা জুনিয়র ডাক্তার একটি সংস্থার অ্যাপ বাইক বুক করাকে কেন্দ্র করে। বুকিংয়ের পর দেখায় ১২ মিনিট দেরিতে সেই গাড়ি লোকেশনে পৌঁছবে বলে। এদিকে তাড়া থাকার জন্য সেই বুকিং বাতিল করে দেন মহিলা ডাক্তার। অভিযোগ, কেন বুকিং বাতিল করা হল সেই প্রশ্ন তুলে বারবার চালক ফোন করতে থাকেন। কল রিসিভ করার পর অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও শুরু করেন ওই অ্যাপ ক্যাব চালক।

শুধু এই নয়, মহিলা জুনিয়র ডাক্তারের অভিযোগ, 'চালক এরপর ফোনে অশ্লীল ভিডিও পাঠাতে থাকেন। পাশাপাশি রীতিমতো ফিজিক্যাল থ্রেটও দেন। বলেন, এলাকায় দেখতে পেলে চামড়া তুলে নেব। যেহেতু পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে, তাই আমি সেখানে অভিযোগ দায়ের করি।'

জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত চালকের নামে তিনটি ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। আরজি করের প্রতিবাদের আবহেই এহেন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে। আর এই ঘটনায় অভিযোগকারী ওই মহিলা জুনিয়র ডাক্তারের পাশাপাশি অনেকেরই প্রশ্ন, কেন ক্যাব সংস্থাগুলো চালকদের ব্যাক গ্রাউন্ড চেক না করেই কেন নিয়োগ করছে তা নিয়ে।

স্ত্রীকে হেনস্থা, কাঠগড়ায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্ত্রীকে নিয়মিত হেনস্থা এবং মারধরের অভিযোগ উঠল এবার এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পুলিশকর্মী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশে কর্মরত এক কনস্টেবল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিয়মিত তাঁর স্ত্রীকে মারধর করতেন। স্বামীর অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে স্থানীয় গল্ফগ্রিন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী।

এদিকে সূত্রে খবর, স্ত্রী নিজেও একজন পুলিশ কর্মী। স্ত্রীর অভিযোগ পাওয়ার পরেই উদ্যোগী হয় গল্ফগ্রিন থানা, তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত কনস্টেবলকে। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর নাম সুমন সিংহ। তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত মারধর করতেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কলকাতা পুলিশ স্ত্রীর অভিযোগের উপর ভিত্তি করে দুটো অভিযোগ দায়ের করেছে। এর মধ্যে একটি তদন্তকারী অফিসারকে হেনস্থার ঘটনা এবং অন্যটি হল স্ত্রীকে নির্যাতনের ঘটনা।

রেশনে বেনিয়ম ঠেকতে কড়া পদক্ষেপ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশনে অনিয়ম ঠেকাতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য। এখন থেকে রেশন দোকানে সরকার থেকে বরাদ্দ করা চাল-গমের স্টক না মিললেই জরিমানা করা হবে বলে জানানো হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে। আর এ ব্যাপারে সম্প্রতি এমনই এক নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে রাজ্য খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের তরফ থেকে। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রেশন দোকান থেকে বরাদ্দের অতিরিক্ত যতটা চাল-গম উদ্ধার হবে তার তিনগুণ অর্থ জরিমানা হিসাবে দিতে হবে। রেশনের সামগ্রী যাতে বাইরে পাচার না হয়, সে জন্যেই এই ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে খাদ্য দপ্তরের এক শীর্ষকর্তার ব্যাখ্যা, অনেক সময়ে রেশন ডিলাররা সরকারি ভর্তুকির চাল, গম, আটা খোলাবাজারে বিক্রি করে দেন। সেটা যাতে না হয়, সে জন্যেই এখন থেকে রেশন দোকানে কতটা চাল, গম, আটা মজুত রয়েছে তার হিসাব নেওয়া হবে। রোজ কতটা চাল, গম, আটা বিলি হচ্ছে, সেটা ই-পস মেশিনে নথিভুক্ত থাকে। মেশিন পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, ডিলারের কাছে কতটা সামগ্রী পড়ে। তার কম-বেশি হলেই সংশ্লিষ্ট ডিলারকে জরিমানা করা হবে। প্রয়োজনে ডিলারের লাইসেন্সও বাতিল করা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, রেশন কেলেঙ্কারিতে জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ একাধিক ব্যক্তি। আর সেই কারণেই কেলেঙ্কারির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এখন থেকে রেশন দোকানের স্টক যাচাইয়ে খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেক্টররা নিয়মিত গোপনে অভিযানও চালাবেন। খাদ্য দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা এবং রাজ্য খাদ্য-সুরক্ষা যোজনায় গ্রাহকদের রেশন দোকান থেকে যে চালান দেওয়া হবে তাতে চাল, গম, আটার ইকনমি কস্টও অর্থাৎ কেন্দ্র কত টাকা দিচ্ছে এবার তারও উল্লেখ থাকবে। এর পাশাপাশি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার গ্রাহকরা যে চাল পান, তার জন্যে কেন্দ্র কেজি-প্রতি ৩৭ টাকা ৪৬ পয়সা খরচ করে এবং এক কেজি আটায় কেন্দ্রের খরচ ২৭ টাকা ৯ পয়সা। সে-সবও চালানে লেখা থাকবে। যাতে সাধারণ গ্রাহকরা সেটা বুঝতে পারেন।

খাদ্য দপ্তর সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ। অন্য রাজ্যে অনেক আগেই এটা চালু হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতে প্রথমে রাজি ছিল না। কিন্তু কেন্দ্র জানিয়ে দেয়, রেশনের টাকা আটকে দেওয়া হবে। তার প্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার শেষমেশ এই ব্যবস্থা নিল। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে অবশ্য সিঁদুরে মেঘ দেখছেন রেশন ডিলাররা।

অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু বলেন, 'আমাদের আশঙ্কা, রেশন দোকান তুলে দিয়ে ভবিষ্যতে হয়তো কেন্দ্র ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার চালু করতে পারে। যার মহড়া শুরু হল। আর রাজ্য সরকার যে ভাবে রেশনের স্টক মেলানোর কথা বলছে, সেটাও এক ধরনের থ্রেট কালচার।'

ভাইফোঁটায় অগ্নিমূল্য বাজার, দাম বেড়েছে মিষ্টিরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর পর বেড়েছে কিছু সবজির দাম। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় মাছের বাজার আগুন। ভাইফোঁটার বাজার করতে এসে ভাই-বোনেরা পকেট সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। কেনাকাটা কম, তাই বিপাকে বিক্রেতারাও।

মানিকতলা মাছ বাজার হোক বা সবজি বাজার, যেখানেই হাত দেওয়া হচ্ছে যেন হাতে ফোসকা পড়ছে। ইলিশের ছেয়েছে মানিকতলা বাজার। কিন্তু দাম আকাশছোঁয়া। ভাইফোঁটার আগের দিন ইলিশ বিক্রি হয়েছে এক কেজি ১৬০০-১৮০০ টাকায়। সেখানে তোপসের দাম ছিল ১০০০ টাকা। বাগদা চিংড়ির দামও আকাশ ছোঁয়া, কিলো ১০০০ টাকা। গলদা চিংড়ি ৮০০ টাকা। ট্যাংরা ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। ভেটকি ৫৫০ টাকা কেজি। চিতল ৮০০ টাকা। পাবদা ৫০০ টাকা। পমফ্রেট ৮০০ টাকা।

কাতলা কাটা ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি। রুই কাটা ৩৫০ টাকা। হাতিবাগান মাছ বাজারে ইলিশের দাম আরও বেশি। ১.২ কেজি পিসের ইলিশের দাম ২০০০ টাকা। আর ভেটকি বিক্রি হয়েছে ৬০০ টাকা কিলোতে। সেখানে চিতলের দাম ৯০০ টাকা কেজি। তোপসে ১০০০ টাকা। পমফ্রেট ১০০০ টাকা। কাতলা কাটা ৫০০ টাকা। রুই কাটা ৪০০ টাকা। হাত দেওয়া যাচ্ছে না মাংসেও। খাসির মাংস ৮৬০ টাকা কেজি প্রতি। মুরগির মাংস ২০০ থেকে ২২০ টাকা কেজি।

এদিকে বন্যা আর ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবেও সবজির বাজারেও হাত দেওয়ার উপায় নেই। শনিবার বাজের বেগুন বিক্রি হয়েছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা কিলোয়। সঙ্গে পটলের দামও আকাশ ছোঁয়া। ৮০ থেকে ১০০ টাকা। কাঁচা লঙ্কা ১৫০ টাকা। ক্যাপসিকাম ১৫০ টাকা। বিনস ১৫০ টাকা। পেঁয়াজ কলি ১৫০ টাকা। সজনে ডাটা ২০০ টাকা। মটরশুঁটি ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। ভেন্ডি বা ঢেঁড়স ৬০ থেকে ৮০ টাকা। উচ্ছে ৮০ টাকা। বরবটি ৮০ টাকা। শসা ৬০ টাকা কেজি প্রতি। ঝিঙে ৬০ টাকা। মূলো ৬০ টাকা। সিম ১৫০ টাকা। টম্যাটো ৬০ টাকা। পালং শাক ১২০ টাকা। ফুলকপি ৫০ থেকে ৬০ টাকা পিস।

ভাইফোঁটার অন্যতম উপাদান মিষ্টি। ভাইদের পাতে পছন্দের মিষ্টি তুলে দিতে তৎপর বোনেরা। ভাইফোঁটার আগে বেড়েছে ছানার দামও। এর প্রভাব পড়েছে মিষ্টিতেও। ভাতৃদ্বিতীয়ার আগে বেড়েছে বেশ কিছু মিষ্টির দাম। তাতেও অবশ্য ভাটা পড়েনি কেনাকাটায়। ফলে অনেক মিষ্টি ব্যবসায়ীরা মিষ্টির দর বাড়িয়েছেন। অনেকে আবার দাম এক রেখে মিষ্টির সাইজ ছোট করেছেন।

সম্পাদকীয়

লগ্নি হাই ট্রাস্ট ইকনমি বা অধিক বিশ্বাসের অর্থব্যবস্থার দিকে আসে

এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নামক প্রকল্পটি চালু করার পরও ভারতে উচ্চশিক্ষিত দক্ষ শ্রমশক্তি এত উদ্বৃত্ত কেন? জার্মানি যার সুবিধা নিতে চাইছে, সেটি ভারতের ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড; কয়েক বছর আগে অবধিও প্রধানমন্ত্রী সুযোগ পেলেই যার কথা উল্লেখ করতেন। তরুণতম শ্রমশক্তি, প্রযুক্তিগত শিক্ষাও যথেষ্ট; এমন জনগোষ্ঠী দেশে থাকলে তা দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে অতি সহায়ক হতে পারে, যদি যথেষ্ট লগ্নি আসে, যথেষ্ট উৎপাদনের পথে হাঁটতে পারে দেশ। দৃশ্যতই সেই সুযোগ ভারত কাজে লাগাতে পারেনি। প্রশ্ন হল, কেন? ভারতে শিল্প-উৎপাদনের ব্যয় উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। বিশেষত, বেতন। জার্মানি যে শ্রমশক্তিকে নিজেদের দেশে টানতে চাইছে, ঠিক সেই শ্রমশক্তিকেই ব্যবহার করে যদি তারা ভারতে উৎপাদন করত, তা হলে অনেক কম বেতনেই কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হত, ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কমত। তবুও ভারতে তেমন বড় মাপের লগ্নি হয় না কেন? প্রধানমন্ত্রী যতই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' মর্মে আহ্বান করুন, আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি ভারতে আসে না কেন? স্বভাবতই এই প্রশ্নের কোনও একটি নির্দিষ্ট উত্তর নেই। তবে, বহুবিধ উত্তরের মধ্যে একটি উত্তর এটাও যে, লগ্নি ধাবিত হয় হাই ট্রাস্ট ইকনমি বা অধিক বিশ্বাসের অর্থব্যবস্থার দিকে। যে দেশে নাগরিকরা সরকারকে বিশ্বাস করে, নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার পরিসর থাকে, এবং সরকার সমদর্শী হয়, লগ্নি সেই দেশকে বাছে। প্রধানমন্ত্রী ভেবে দেখতে পারেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারতের চেহারাটি এই রকম হল না কেন।

শব্দবাণ-৯০

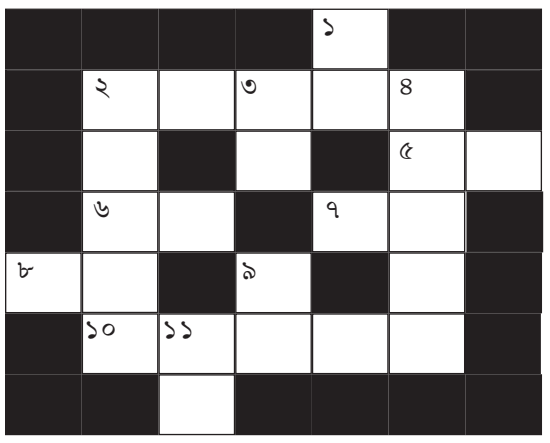

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. ঢাকা যে দেশের রাজধানী ৫. খালি ৬. নিষ্পত্তি, মিটমাট ৭. কর্তব্যে অবহেলা ৮. — আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে ১০. দেরি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.ক্ষুধা, খাওয়ার ইচ্ছা ২. পিতার যোগ্য পুত্র ৩. মুনাফা, উপকার ৪. শরিকান ৯. উপাসনা, পূজা ১১. এখানে সোনা একদম সস্তা।

সমাধান: শব্দবাণ-৮৯

পাশাপাশি: ১. সংঘ ৩. অসুখ ৫. নয়না ৬. জহর ৭. বায়না ৯. ফারুক ১১. বালাই ১২. লহর।

উপর-নীচ: ১. সজ্জন ২. ঘটনা ৩. অন্ত্যজ ৪ .খবর ৭. বাহবা ৮. নাজাই ৯. ফাজিল ১০. কবর।

জন্মদিন

আজকের দিন

অমর্ত্য সেন

১৯৩৩ *নোবেলজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

'দ্রোহের কার্নিভাল' আজ দিকে দিকে ইতিবাচক পরিণতি কি হবে!

শান্তনু রায়

অবশেষে জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন প্রত্যাহার হলো তবে আন্দোলন চলবে বলে জানানো হয়েছে।স্বাস্থ্য ধর্মঘটের ডাকও প্রত্যাহৃত হলো। তবে নবান্নের আলোচনাকালে উঠে আসা সরকারি মনোভাবের প্রেক্ষিতে মূল বিরোধিয় বিষয়গুলির জট ছাড়ানোয় কতখানি সুরাহা হবে তা এখনই বলা শক্ত।

প্রসঙ্গত গত মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর কাণ্ডের মামালার শুনানীকালে সিবি আই এর দাখিলি স্টেটাস রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ঐ অপরাধে এক না একাধিক ব্যক্তি তা তদন্ত সাপেক্ষ। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে নিম্ন আদালতে সিবি আই দাখিলি চার্জশিটেও ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকেই প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে যা নিয়ে চাপান উতোর চলছে বিভিন্ন মহলে-কারণ অনেকেই মনে করেন যে ঐ বীভৎস হত্যার কাজ কোন একক ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়।আগেরদিন শুনানী-অন্তে শীর্ষ আদালত সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহন করে নির্দেশ দিয়েছেন যে হাসপাতাল ও স্কুলের মতো সংবেদনশীল স্থানে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ করা যাবে না। তবে শীর্ষ আদালতের এ যাবৎ বিভিন্ন পর্যবেক্ষন ও ভর্ৎসনার পরও রাজ্যপ্রশাসনের হুঁশ কবে ফিরবে তা অনিশ্চিত-কারণ তা প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে সুমতি ও সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই ঘটনার অভিঘাত বুঝতে অনিচ্ছুক শাসকদলের কিছু মন্ত্রী সান্ত্রীরা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে নামা প্রতিবাদীদের 'আঙ্গুল ভেঙ্গে দেব'-'হাতমুচড়ে ভেঙ্গে দেব' জাতীয় হুংকার দিয়েছেন — হুংকার চলছে এখনো বিভিন্নভাবে। দলীয়এক বর্ষীয়ান অধ্যাপক সাংসদ সহ একাধিক বিধায়ক মন্ত্রীরা যে কুরুচিকর ভাষায় ধর্মঘটী জুনিয়র চিকিৎসকদের এবং আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীদের লাগাতার যেভাবে আক্রমন করে যাচ্ছেন তাতে আশংকা জাগে এটাই তবে এ রাজ্যের গণতন্ত্র! রাজ্যটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের শাসকদল? এরকম একটি নির্মম ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পরও এরা দুঃখিত লজ্জিত না হয়ে ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিদার প্রতিবাদীদের আক্রমন করে যাচ্ছেন লজ্জাহীনভাবে। ওদিকে নিজের প্রশাসনের সার্বিক ব্যর্থতা ও অন্যায় ঢাকতে প্রশাসনিক প্রধান পারিষদদের দোহারে মঞ্চে 'ফাঁসি চাই' 'ফাঁসি চাই' উচ্চকিত শ্লোগান তুলছেন আর দলীয় সেনাপতি হাতে গরম পদ্ধতি বাতলে অপরাধীকে এনকাউন্টারে খতমের হঠকারি নিদান দিয়েছেন ঘটনা অভিঘাতে আবেগাপ্লুত সাধারণ মানুষের সস্তা চমকে হাততালি পাওয়ার লক্ষ্যে। এ প্রয়াস দলীয় লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রশাসনিক পঙ্গুতা ও অকর্মন্যতা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোও এক কৌশল হতে পারে। ইতিমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে মেডিকেল কলেজ গুলিতে গজিয়ে ওঠা দুষ্টচক্রের যারা 'থ্রেট কালচার' এর মাধ্যমে ডাক্তারি পড়ুয়াদের নিজেদের তাবে এনে হাসপাতালে হাসপাতালে মায় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতির মুক্তাঞ্চল তৈরি করার কাজে বহুদিন ধরে ব্যাপৃত।জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকে শুরু হওয়া আন্দোলন যখন নাগরিক আন্দোলনে রূপ নিতে লাগলো তখন শাসক প্রমাদ গুনতে লাগল। দৃষ্টি ঘোরাতে ও বিভ্রান্তি ছড়াতে বিবিধ কৌশলের আশ্রয় নিতে হলো। এরই মাঝে প্রশাসনিক শীর্ষ স্তর থেকে ডাক এসেছিল 'উৎসবে' ফেরার-হয়ত কৌশল হিসেবে। অস্যার্থে যদি কোন ভুলচুক হয়ে থাকে তাতো মিটে গেছে — রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে আসামী একজনকে ধরে দিয়েছে — তদন্ত সিবিআই এর হাতে তুলে দিয়েছে — তদন্ত হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের তত্বাবধানে। ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিধানসভায় কঠিনতর শাস্তির সংস্থান সম্বলিত আইন পাশ করিয়ে দিয়েছে তাঁর সরকার। ডাক্তারদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকাঠামো সেও হবে তবে তার জন্য তো একটু সময় লাগবে। প্রতিবাদ তো অনেক হয়েছে আর কেন। আনন্দের দিন তো বসে থাকবে না। তবে হেলায় আনন্দের এ লগনকে যেতে দিতে আছে! উৎসব ঘোষনা হয়ে গিয়েছে এখন সব অভাব অভিযোগ দুর্নীতির কেচ্ছা কাহিনী কার্পেটের নিচে চালান করে দিতে হবে। দুর্নীতির পথের কাঁটাকে এ পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে বিচার চাই বলে শ্লোগান বন্ধ করে উৎসবে মেতে উঠতে হবে- না হলে 'এগিয়ে' 'বাংলার 'বদনাম' হয়ে যাবে যে! অতএব সারা বছরের মেলা খেলার মত মেতে উঠতে হবে খাও দাও পিও যেমন খুশি ফুর্তি করে উৎসব মানানোর হুযুগে!আর্থিক 'অসঙ্গতির কারণে' নিজের কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি এ না দিতে পারলেও সরকার ক্লাবগুলোকে তো টাকা দিচ্ছে যাতে উৎসবের মোচ্ছবের জন্য। আর একটা জমাটি কার্নিভাল দিয়ে শেষ নাহলে এই উৎসব কি রকম ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যায় না! অতএব কার্নিভাল হতেই হবে যতই ওই ডাক্তরির ছোঁড়াগুলো পাকামি করে উৎসবের মাঝে নাগাড়ে অনশনে বসে তারপর হাসপাতালে ঠাঁই নিক না কেন! আবার গুমোর দেখিয়ে বলে কিনা অনশন কালে পরদার আড়ালে চকলেট খাবে না! এর পরেও এত স্পর্ধা যে বেছে বেছে পুজোর কার্নিভাল সরকারি উৎসবের দিন কিনা ডাক দেওয়া হয় 'দ্রোহের কার্নিভাল' এর! কেউ কোনদিন শুনেছে 'দ্রোহের কার্নিভাল' এর কথা। সেও তো আটকে দেওয়া হচ্ছিল নেহাৎ কোর্টের দৌলতে শেষ পর্যন্ত হতে পারল।

প্রসঙ্গত জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি পুরণ করতে সরকারের কোষাগারে অর্থের প্রয়োজন এ সত্য। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যঅনুযায়ী পঁচাশি হাজার টাকা করে প্রায় পয়তাল্লিশ হাজার ক্লাবকে অনুদান দিতে সরকারি বরাদ্দ ছিল ৩৮৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার মতো। এর পরেও কার্নিভাল অনুষ্ঠানের জন্য হয় এক বিশাল খরচ। সবই জনগণের করের টাকায়। অন্যদিকে অনেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামো না থাকায় এক্সরে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না-গুরুতর রোগীকেও পাঠাতে হয় অন্যত্র (সদর হাসপাতাল বা প্রাইভেট রোগ নিরীক্ষন কেন্দ্রে) যা নিয়ে রোগীর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ডাক্তার বাবুদের ঝামেলা বাধে হামেশাই— গড়ায় শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত। অথচ একটি এক্সরে মেশিনের দাম তিন লাখ টাকার মতো। আবার এই নগরের পৌর এলাকার মধ্যেই অবস্থিত রাস্তা বেহাল অবস্থায়ও দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার কারণে প্রাণ যায় স্কুল পড়ুয়া কিশোরের। ঘটনা ঘটে গেলে পরে চলে দোষারোপের পালা। তবুও রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্তাদের মনে হলো না যে অন্তত এবছর কার্নিভাল বন্ধ থাক কিংবা উৎসবের জাঁকজমকে রাশ টানা প্রয়োজন! এটুকু সংবেদনশীলতা কি প্রত্যাশিত ছিল না? বস্তুত মোয়াজ্জিম ভাতা, পুরোহিত ভাতা ও দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদানের মোচ্ছব বন্ধ হলে জনসাধারণের কি ক্ষতি হবে তা সাধারন বুদ্ধিতে বোধগম্য নয়।

প্রসঙ্গত আর জি করের নারকীয় ও বীভৎস ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতেও যে অতি তৎপর রাজ্য প্রশাসন তারই নিদর্শন পুজোয় সরকারি অনুদান নিতে অনিচ্ছুক ক্লাবগুলিকে হেনস্তা ও চাপ দিতেই পুজোয় বিদ্যুত ও দমকল পরিষেবায় ভর্তুকি প্রদান প্রত্যাহারের মৌখিক হুমকি। এ প্রেক্ষিতেই আনুগত্য ক্রয়ের মূল্য হিসেবে সরকারি 'প্যাকেজ'কে হাতিয়ার করে ভাতারের বিধায়কের 'দাবি'কে বিচার করতে হবে। আনুগত্য ক্রয়ের চেষ্টার যে নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে ঐ বিধায়কের বচনে তাই আসলে এই জমানারই দস্তুর। আজ রাজ্যবাসীরও একান্ত অনুভব যে রাজ্যের শাসক দল আনুগত্য আদায়ের উপায় হিসেবে লাঠৌষধি আর সরকারি অনুদানের গাজরকে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর-বাম হাতে গাজর ডান হাতে লাঠি।এ ছাড়াও আছে পারিতোষিক বিতরন ও কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কমিটির শীর্ষপদে মনোনয়নের বিনিময়ে আনুগত্য আদায়ের কৌশল।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য 'নবান্ন চলো' অভিযানের রাতে এক বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অফিস থেকে বেরোনোর পরই ছাত্রসমাজের পক্ষে 'নবান্ন চলো' ডাকের অন্যতম আহ্বায়ক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হলো। হাইকোর্টের আদেশে তাঁর মুক্তির পর জনগনের করের টাকা ব্যয় করে নামী দামী আইনজীবী নিয়োগ করে রাজ্য প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টে তার জামিন খারিজ করতে গেলেও রাজ্যের মুখ আবার পোড়ে। আবার পুলিশ নয়, শাসক দলের নেতার পেশ করা একটি অডিও ক্লিপে কথোপকথনের ভিত্তিতে চিকিৎসকদের ধর্নায় হামলা চালানোর 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো লালবাজারে রাতভর অবস্থান শেষে বাড়িফেরার পথে এক রাজনৈতিক দলের যুব নেতাকে। যদিও হাইকোর্টের আদেশে ইতিমধ্যে তাঁর জামিনে মুক্তি মিলেছে-প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচও। যথারীতি আবারও আদালতের প্রশ্ন ও সমালোচনার সম্মুখীন রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। এই মামলায় জামিন মঞ্জুরকালে মাননীয় বিচারপতির পর্যবেক্ষন— পুলিসের এধরনের আচরণের ফলে এক ব্যক্তি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হয়েছে। প্রসঙ্গত ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় স্পষ্ট বিধান আছে কিভাবে এরকম অডিও/ভিডিওয় তথ্য সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে। অডিও'র গলার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করতে গ্রেফতার করা জরুরি কিনা সে প্রশ্নও উঠছে।

প্রসঙ্গত সন্দেশখালির ঘটনায়ও শাসক দলের পেশ করা ভিডিও জাল কিনা পরীক্ষার আগেই পুলিশ প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ছিল অতি সক্রিয়। বস্তুত দুষ্টের পালন শিষ্টের দমন এমন রাজধর্মে এখন সাধারন নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে অনীহ রাজ্যের আরক্ষাবাহিনী রাজনৈতিক প্রভুদের তুষ্ট রাখতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবাদীদের লাঠিপেটা আর শাসকদলের স্থানীয় মাতব্বরের হামলায় ফাইলের আড়ালে আশ্রয় নিতে এমনকী যুথবদ্ধ রাজনৈতিক গুণ্ডাদের হাসপাতাল আক্রমন ও ভাঙচুরের সময়ও নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা কিংবা ভয়ে আত্মগোপন করতে, কর্তব্যরত নার্সদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তাঁদের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনার মতো লজ্জাহীন আচরণে অভ্যস্ত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

অতএব চলছে প্রতিবাদ দমন করতে প্রতিহিংসা পরায়নতা। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতেও যে অতি তৎপর অসহিষ্ণু রাজ্য প্রশাসন তারই সাম্প্রতিকতম নিদর্শন পুজোমণ্ডপের সামনে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' শ্লোগান দেওয়ার 'অপরাধে' কতিপয় তরুনকে কোলকাতা পুলিশের গ্রেফতার ও জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দিয়ে তাদেরকে হেপাজতে নেওয়া এমনকী প্রায় একই সময়ে জলপাইগুড়িতে বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মৌন মিছিলেও পুলিশি বাধা ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তিম আশা-ভরসা বিচারব্যবস্থা সক্রিয় ও নির্ভীক নাহলে এ রাজ্যের পক্ষে বড় দুর্দিন ও হতাশার। এ প্রেক্ষিতে অনেকের মনেই, সংশ্লিষ্ট মামলার অভিযোগ পরস্পরসম্পর্কিত নয় একথা মাথায় রেখেও, যে ধন্দ ও সংশয় জাগে তা হল আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে 'নবান্ন চলো' ডাক দিয়ে গ্রেফতার হওয়া দুই ছাত্রনেতাদের একেবারে ১৪ দিনের ও শাসক দলের এক নেতার উপস্থিত করা এক অডিও ক্লিপে কথোপকথনের (অপরীক্ষিত) ভিত্তিতে 'ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগে আটক ঐ যুবনেতার সাত দিনের এবং সর্বশেষ শুধুমাত্র পুজো প্যাণ্ডেলের কাছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' অর্থাৎ আমরা বিচার চাই— এই শ্লোগান দেওয়ার 'অপরাধে' অভিযুক্ত বছর কুড়ির নয় তরুনের সাত দিনের পুলিশ হেফাজত এর আদেশ হয়। পাশাপাশি পড়ুয়া চিকিৎসকের হাসপাতালের মধ্যেই খুন ও ধর্ষণের মত গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া আসামী হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ কিংবা টালা থানার প্রাক্তন ওসি'র প্রাথমিকভাবে মাত্র দু'দিন সিবি আই হেফাজত! উল্লেখ্য প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে।কিন্তু বলার কথা এই যে শাসক দলের আজ্ঞানুসারে কোন প্রতিবাদী বা রাজনৈতিক কর্মীর কণ্ঠরোধের জন্য হেনস্তা করতে পুলিশ যেভাবেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত করুক না কেন মামলার প্রাথমিক পর্বেও সে অভিযোগের সম্ভাব্যতা ও যথার্থতা ন্যায়বিচার বুদ্ধির (জুডিশিয়াল মাইণ্ড) প্রয়োগের দ্বারা আদালতের বিবেচনা— পর্যালোচনা করার এক দায়িত্বও বোধকরি থেকে যায়। উল্লেখ্য ত্রিধারা পুজোমণ্ডপের সামনে শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হওয়াদের সাত দিন পুলিশ হেফাজতের নিম্ন আদালতের আদেশ খারিজ করে তাদের সকলকে শর্তসাপেক্ষে ব্যক্তিগত মুচলেকায় মুক্তির আদেশে মহামান্য উচ্চন্যায়ালয়ের মাননীয় বিচারপতির পর্যবেক্ষন — যান্ত্রিকভাবে আদেশ দেওয়া উচিত নয়। মাননীয় বিচারপতি পুলিশকেও তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন প্রত্যেকের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে এবং ক্ষমতা আছে বলেই যাকে ইচ্ছে গ্রেফতার করা যায় না।

প্রসঙ্গত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের এক মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতের বিচারব্যবস্থা নিঃসন্দেহে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও যথেষ্ট শক্তিশালী, যা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গণতন্ত্রের বনিয়াদ মজবুত করতে — আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচারব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং সেকারণে বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল, স্বচ্ছ এবং সুদৃঢ় করতে ও সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখতে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বিচারবিভাগের নিজেরই-এ ব্যবস্থার উপর সাধারণের আস্থা সুরক্ষিত রাখারও। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠতেই পারে কোন গুরুতর অপরাধ মোকাবিলায় কঠোরতর আইন প্রয়োজন বর্তমান আইন যথেষ্ট নয় বিধায় নাকি চলতি আইনেরই কঠোরতর প্রয়োগ প্রয়োজন? ফাঁসির সংস্থান সম্বলিত নতুন আইন পাশ করার চেয়ে বোধকরি অধিক জরুরী ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তকারী সংস্থার দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি প্রশাসন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তাও। রাজনীতি প্রভাবিত প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতা এবং বিচার পদ্ধতির দীর্ঘসুত্রিতায় হতাশ মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক-বিচার কবে হবে? পরিশেষে, নিজ কর্মস্থল শহরের এক সরকারি হাসপাতালে নৃশংসভাবে হত সেই তরুনী চিকিৎসক নিজের জীবন দিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেলেন আমাদের বিবেকের কাছে। শুধু রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়াটি নয় পঙ্কে নিমজ্জিত সার্বিক সামাজিক চিত্রটিও যেন দৃশ্যমান হল তাঁর এই অস্বাভাবিক প্রয়াণে। আরজি কর কাণ্ড পরবর্তী দিকে দিকে এই প্রতিবাদ 'দ্রোহ' কি সেই চিত্রের কোন স্থায়ী সদর্থক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে, বিচার কবে হবে এই প্রশ্নই আজ সব মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

রবীন্দ্র জীবনে শেষ ভাইফোঁটা

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

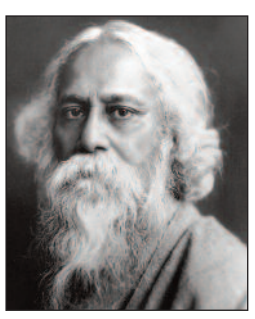

রবীন্দ্রনাথের জীবনে শেষ ভাইফোঁটা দিতে আসেন তাঁর দিদি বর্ণকুমারী দেবী। বর্ণকুমারীদেবী রবীন্দ্রনাথকে বলেন, 'রবি তোমার বয়স হয়েছে এখন আর তুমি দৌড়ে দৌড়ে পাহাড়ে যেও না।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'না না দিদি, আমি আর দৌড়ে দৌড়ে যাব না, বসে বসে যাব।'

বর্ণকুমারীদেবী বললেন, 'বসে বসে যাবে? সে আবার কীরকম যাওয়া।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সে একরকম যাওয়া আছে দিদি, সে তুমি বুঝবে না।'

বর্ণকুমারীদেবী বললেন, 'তুমি তো মস্ত বড় কবি, ক'জনই বা তোমার কথা বুঝতে পারে। সে যাক গে আজ ভাইফোঁটা। আমি তোমাকে ভাইফোঁটা দিতে এসেছি। তুমি একটু শান্ত হয় বসো।'

এরপর শুরু হল সেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বর্ণকুমারীদেবী রবীন্দ্রনাথের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে উচ্চারণ করলেন সেই অমোঘ মন্ত্র, — ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা / যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা /যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা /আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। চতুর্দিকে বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ। মেয়েরা উলু দিতে শুরু করল। সে সময় যে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল তা চিরন্তন।

তৃণমূলের বিধায়কের নামে নিখোঁজ পোস্টার, বিধায়কের দাবি চক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ২০২৬ এর লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে আসছে। আবারও সামনে এল পোস্টার রাজনীতি। হাড়োয়ার পর এবার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিধায়কের বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। বিধায়কের দাবি তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু কারা চক্রান্ত করছে সে বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিষয়টি তিনি প্রশাসন ও দলের উচ্চ নেতৃত্বের উপরই ছেড়েছেন। তার দাবি, দল ও প্রশাসন তদন্ত করে দেখুক এই ঘৃণ্য রাজনীতি কারা করছে। তবে দল, প্রশাসন ও তার বিধানসভার মানুষের উপর তার আস্থা আছে বলেই তিনি দাবি করেছেন। যদিও তৃণমূলের পক্ষথেকে এই চক্রান্তের বিষয়ে সিপিএমের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। সিপিএম অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা তৃণমূল গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ তুলেছে। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার তৃণমূলের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মণ্ডল। এবার তার নামে সন্ধান চাই বলে নিখোঁজ পোস্টার পড়ল তার বাড়ির পাশে চৌমাথা

এলাকায়। লেখা রয়েছে বিধায়ককে ঠিকমতো পাওয়া যায় না, তিনি মাসের বেশি সময় বাড়িতে থাকেন না। আর এই পোস্টারের নিচে লেখা 'সৌজন্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মান রক্ষা কমিটি'। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে কোনও সরকারি, সামাজিক প্রকল্পের কাজ নিয়ে গেলে সেগুলো ঠিকঠাক মতো বিধায়কের কাছ থেকে সুরাহা পায় না। বেশির ভাগ সময় তিনি কলকাতায় বসে থাকেন। আমরা চাই যেসব রাজ্য সরকারের প্রকল্প আছে সেগুলোর ঠিকঠাক পরিষেবা যাতে দেন জনপ্রতিনিধিরা। এই নিয়ে বসিরহাট হাসনাবাদ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি এসকেন্দার গাজী বলেন, আমাদের কাছে এই রকম একটা খবর এসেছে। বিষয়টা দেখছি কে বা কারা পোস্টার মারল। এটা সিপিএম পার্টির কাজ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূলের কেউ করবে বলে আমার মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, আমি দলীয় ও সরকারের মিটিং ও সভায় উপস্থিত থাকি। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন এটা আমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত।

কাঁধে কালী নিয়ে দৌড় দিলেই নির্মূল হয় সব ব্যাধি

ঐতিহ্য মেনে মালতিপুরে হয় কালী দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অন্ধকার মাঠে হাতে মশাল নিয়ে এবং বাঁশের মাচানের ওপর দেবী মূর্তি বসিয়েই শুরু হয় কালী দৌড় উৎসব। কাঁধে কালী নিয়ে দৌড় দিলেই সমস্ত মনস্কামনা পূরণ হয় ভক্তদের। এমনকি রোগব্যাধিও কালী মায়ের আশীর্বাদে নির্মূল হয়ে যায়, এমনই বিশ্বাস ভক্তদের। প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো চাঁচল রাজার ঐতিহ্য মেনে আজও কালী দৌড় হয়ে আসছে চাঁচল মহকুমার মালতিপুরে। কালী পুজোর পরের দিন শুক্রবার গভীর রাতেই মালতিপুরের চন্ডী মণ্ডপ সংলগ্ন ফাঁকা মাঠেই পুরনো এই ঐতিহ্য মেনে আটটি কালীকে মাচানের ওপর উঠিয়ে অসংখ্য ভক্তরা ঘাড়ে নিয়ে দৌড়ান। এরপর নিকটবর্তী নদীতেই কালীমূর্তিগুলো বিসর্জন দেওয়া হয়। একপ্রকার কালী দৌড় প্রতিযোগিতাও বলা হয় এটিকে। কিন্তু স্থানীয়দের বিশ্বাস শ্যামা কালী, দক্ষিণা কালী, বুড়ো কালী, হ্যানটা কালী, চানকা কালী এরকমই আটটি কালী মূর্তিকে গ্রামবাসীরা পৃথকভাবে বাঁশের মাচানের উঠিয়ে দৌড় করেন। এক একটি কালী মূর্তিকে নিয়ে পাঁচবার করে খোলা মাঠে দৌড়িয়ে ঘোরানো হয়। আর যারাই এই কালী দৌড়ে সামিল হন, তাঁদের সারা বছরই সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয় এমনই বিশ্বাস স্থানীয়দের। পাশাপাশি এই কালী দৌড় উপলক্ষে চলে আতসবাজি পোড়ানো। যতক্ষণ মাঠে কালী দৌড় চলে ততক্ষণ একনাগারে ঢাকঢোল, কাঁসর, ঘণ্টায় ভরে ওঠে মালতিপুরের সংশ্লিষ্ট মাঠটি। এই কালী দৌড় উৎসব দেখতে অসংখ্য ভক্তেরা দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন। এছাড়া এদিন এই উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি সহ বিশিষ্টজনেরা। ভক্তদের যাতে কালি দৌড়ে অংশ নিতে কোনরকম সমস্যা না পড়তে হয় তারজন্য মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকেও বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কালী দৌড় কমিটির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, প্রায় ৩৫০ বছর আগে চাঁচল রাজার চণ্ডীমণ্ডপে প্রথমে একটি কালী পুজো দিয়ে পরের দিন গ্রামবাসীরা ঘাড়ে নিয়ে দৌড়ে স্থানীয় পুকুরে বিসর্জন দিতেন। কারণ, সেই সময় ঘন জঙ্গলে ভরা ছিল। অন্ধকারে গ্রামবাসীদের হাতে মশাল নিয়ে যেতে হত। বিভিন্ন বন্যজন্তুর হাত থেকে বাঁচার ক্ষেত্রেই গভীর রাতে হাতে মশাল নিয়েই নিকটবর্তী পুকুরে কালী বিসর্জন দেওয়া হত। আর সেই থেকে এই কালী দৌড়ে রীতি চলে আসছে। যদিও অনেকেই বলেন, চাঁচল রাজা একসময় রানির সুস্থ কামনায় তাঁর মন্দিরের কালীকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘাড়ে নিয়েই দৌড়ে বিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন। কালী মূর্তি বিসর্জন দিতেই অদ্ভুতভাবেই নাকি চাঁচলের রানি মা'র সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে যায়। আর সেই বিশ্বাস থেকেই আজও মালতিপুরে হয়ে আসছে কালী দৌড়।

বাইক দুর্ঘটনা, মৃত্যু এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোররাতে ভয়ংকর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ২৮ বছরের গৌতম মণ্ডল নামে এক যুবকের। গুরুতর আহত সাগর মণ্ডল নামে আরও এক যুবক। সে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া খোলাপোতা রোডের কালিকাপুর সংলগ্ন এলাকায়।

ভাঙল দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: তোলা না দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙার অভিযোগ, ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারে। জানা গিয়েছে, তোলা না দেওয়ায় জেসিবি দিয়ে দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। অভিযোগের তীর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। ৫ লক্ষ টাকা তোলা না দেওয়ায় দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন কোচবিহারের এক ব্যবসায়ী। এছাড়া পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন ওই ব্যবসায়ী।

জগদ্ধাত্রী পুজোই বছরের প্রধান উৎসব খানাকুলের রাজহাটিবাসীর

মহেশ্বর চক্রবর্তী, আরামবাগ: রাজ্যে চন্দননগরের পর বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো দেখা যায় হুগলির খানাকুলেরর রাজহাটিতে। বন্যাপ্রবণ রাজহাটি শারদোৎসব পালন করে জগদ্ধাত্রী পুজোয়। কেননা প্রায় প্রত্যেক বছরই খানাকুলের ২৪ টা পঞ্চায়েত এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। এই বছরও ভয়াবহ বন্যার শিকার খানাকুল। তাই খানাকুলের মানুষ দুর্গা পুজো বদলে জগদ্ধাত্রী পুজোকে শারদ উৎসব হিসাবে বরণ করে নেয়। খানাকুলে মা জগদ্বাত্রী পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। শুরু হয়ে গেছে খুঁটি পুজো।

হুগলি জেলার চন্দননগর, রিষড়া, ব্যান্ডেল, ভদ্রেশ্বরের মতো অত চাকচিক্য ও আলোর কায়দা না থাকলেও হুগলির খানাকুলের রাজহাটির মানুষের কাছে জগদ্ধাত্রী পুজোই বছরের প্রধান উৎসব। তবে মণ্ডপ সজ্জা ও আলোর রোশনাইয়ে খুব একটা চন্দননগরের থেকে পিছিয়ে নেই খানাকুলের রাজহাটির জগদ্ধাত্রী পুজো। এলাকা জুড়ে দুই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে পুজো সংখ্যা নজর কাড়ে। বন্যা কবলিত খানাকুলে পুজোকে ঘিরে এই অঞ্চলের মানুষের উন্মাদনায় ভাটা পড়েনি। আর্থিক অনটনের মধ্যেও বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে খানাকুলের রাজহাটিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজহাটির প্রায় ৩১৪ বছরের প্রাচীন পাড়িয়াল বাড়ির পুজো এবং প্রায় ৬২ বছরে পা দেওয়া 'আমরা সবাই' ক্লাবের পুজো বাদ দিলে গত ১৫ থেকে কুড়ি বছরে সৃষ্টি হয়েছে রয়াল বুলেট, দিশারি, নান্দনিক, অঙ্কুর, কল্পতরু, সৃষ্টি, উদয়ন, অভিনন্দন, নতুন দিগন্ত সহ নানা ক্লাবের বিগ বাজেটের জগদ্বাত্রী পুজো। রাজহাটির এই সমস্ত ক্লাবগুলি জগদ্ধাত্রীপুজোর মণ্ডপ সজ্জায় নানা থিমের উপর জোর দেয়। কোনও মণ্ডপে পরিবেশ দূষণ, কোথাও স্বাস্থ্য, কন্যাশ্রী, বৃক্ষরোপণ ও প্রকৃতি সৌন্দর্য, আদিবাসী পল্লি-সহ নানা সামাজিক থিম দেখা যাবে। এই বিষয়ে রাজহাটি জগদ্বাত্রী পুজো কমিটির এক সদস্য জানান খানাকুলের দু'টি ব্লকের ২৪টি পঞ্চায়েত এলাকাই বন্যাপ্লাবিত। তাই দুর্গাপুজোর বদলে জগদ্বাত্রী পুজোকেই এই এলাকার মানুষ বড় উৎসব হিসাবে পালন করে। পুজো কমিটিগুলির পক্ষে দিশারির সম্পাদক তথা রামনগর অবিনাশ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, বন্যাপ্রবণ খানাকুলে দুর্গাপুজো উপভোগ সম্ভব হয় না। তাই জগদ্ধাত্রী পুজোকে বছরের সেরা উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে রাজহাটিবাসী।

ফোঁটা দেওয়ার আগেই মৃত্যু, ঝলসে মৃত্যু ১ শিশু-সহ ২জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ভাই ফোঁটার আগে অগ্নিদগ্ধ তানিয়া। মন খারাপ এক সময়কার খেলার সাথী অরিজিত। অথচ মা বলেছিল ভাইফোঁটার দিন তানিয়ার কাছ থেকে ফোঁটা নেবে সে। তা আর হয়নি। শুক্রবার ঘরের ভিতরেই বাজির আগুন থেকে ছড়িয়ে মজুত থাকা পেট্রোলের আগুনে দেহ ঝলসে গেছে তার। সেই সঙ্গে ঝলসেছে আরো দু'জনের দেহ। উল্লেখ্য, শুক্রবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া বাজার পাড়ায় ফ্লাইওভারের কাছে বাজির আগুন ঘরে মজুত থাকা পেট্রোলে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় বেশ কয়েকজন বৃহন্নলা থাকে এবং তারাই কয়েকটি শিশুকে লালন পালন করে। তাদের মধ্যেই এক নাবালিকা যার নাম তানিয়া মিস্ত্রি ওরফে শ্রাবন্তী। আর এই শ্রাবন্তীর সঙ্গেই একসঙ্গে লেখাপড়া করত সমবয়সি অরিজিৎ সরকার। স্থানীয় মানুষের দাবি, জনৈক কাজল মাসি নামে এক বৃহন্নলার তৈরি বিশাল বাড়ির একটি ঘরে বেআইনিভাবে পেট্রোল মজুত থাকত। এদিন বাজিয়ে আগুন ওই পেট্রোলের ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের শেষ করে দিয়েছে তিনটে প্রাণ। শনিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে পুরোপুরি শুনশান গোটা এলাকা। ঘটনাস্থল থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে অরিজিতদের বাড়ি। সংবাদ মাধ্যমের লোক শুনেই ওর মা জানান, ছেলেটা ভেঙে পড়েছে ফোঁটা দেবে বলেছিল মেয়েটা।

কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সুবর্ণ রৈখিক প্রাচীন উৎসব 'পৈড়ান'

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

'পৈড়ান' গ্রামবাংলা বিশেষ করে জঙ্গলমহলে তথা সুবর্ণ রৈখিক অববাহিকার একটি প্রাচীন লৌকিক উৎসব। কালীপুজোর পরের দিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আগের দিনে প্রায় সব গৃহস্থ কৃষক পরিবার বিশেষ করে সম্পন্ন কৃষক পরিবারের বাড়ির সম্মুখ ভাগে সকালের দিকে পৈড়ান গাড়া হত আর তা সাজানো হত নানান ফুল দিয়ে আর লাগানো হত 'পিঠালী বাটা' বা পিটুলী। অনেকটা লম্বা পাটের গোছাকে চুলের বিনুনি মতো করা হত এবং সেটাকে মাথার দিকে গোলা করে মাটির নীচে ফুট তিনেক গর্ত করে বেশ শক্তপোক্ত ভাবে পোঁতা বা গাড়া হত। কোথাও কোথাও পাশাপাশি দুটো একটি ছোট গর্ত আর একটি চাওড়া গর্ত করা হত। তারপর চাওড়া গর্ত থেকে শক্ত কাঠের খিল ঠুকে ঠুকে মাটির নীচ দিয়ে ছোট গর্তে দিকে দেওয়া হত আর এই ছোট গর্তেই কাঠের খিলের সঙ্গে বাঁধা হতে পাটের বিনুনি করা সেই মোটা দড়ি এবং গর্তগুলো খুব ভালো করে বোজানো হত। বিকেলের গ্রামের যুবকরা আর খেতমজুররা শাল বল্লি বা শক্ত বাঁশের সাহায্যে সেই পাটের বিনুনিকে মাটির তলা থেকে তুলতেন আর বাজতে থাকত কাডা, নাকড়া, মাদল, ঢোলের মতো নানা রকম বাদ্যযন্ত্র আর কান ফাটানো 'কুয়াকুলি'। যে বা যাঁরা পৈড়ান তুলতেন তাঁদের জন্য থাকত পুরস্কার। যার বেশিরভাগটা খাদ্যদ্রব্য। কোন কোন সম্পন্ন কৃষক পুরস্কার হিসাবে খাসি বেঁধে রাখতেন। আবার বিনুনি ছিঁড়ে গেলে যিনি পুঁতেছেন তাঁকে 'ফাইন' হিসাবেও খাওয়াতে হত পৈড়ান তোলার দলকে। পাটের পরিবর্তে কোথাও কোথাও বাঁশের কঞ্চি বা বনের শক্ত লতাকেও ব্যবহার করা হত। দিন বদলেছে বদলেছে উৎসবের ধরণ ও জৌলুস। এখনও কোথায়ও কোথায়ও গ্রামের মোড়ে ছেলে ছোকরারারা নিজ উদ্যোগে 'পৈড়ান' গাড়েন এবং তোলেন। এখনও সুবর্ণ রৈখিক অববাহিকার জুনশোলা গ্রাম বেশ কিছু গ্রামে পৈড়ান হয়। জুনশোলা গ্রামে পৈড়ান অনুষ্ঠিত হয়েছে। নয়াগ্রামের উপর পাতিনা গ্রামেও দীর্ঘদিন পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে পৈড়ান। কেশিয়াড়ীর হাসিমপুর গ্রামেও দিন কয়েক পরে পৈড়ান হওয়ার কথা। কারও কারও মতে পৈড়ান আসলে বলি দৈত্যরাজ পূজার অঙ্গ। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া বলেন, আধুনিকতার ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে এই কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত এই উৎসবগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

এটা যার জন্য উদ্বিগ্ন হতে পারে

এটি সাধারণ জনগণকে অবহিত করার জন্য যে আমরা খেতাওয়াত প্রপার্টিজ লিমিটেড এই বিভক্ত এবং সীমাবদ্ধ অংশ এবং 20.05.2010 থেকে এই উত্তরাঞ্চলের প্রায় 9 কাঠা 10 চিটাক্স পরিমাপের দলিল নং 4262/2010 থেকে জমির সম্পূর্ণ মালিক। 32 পেয়ারী মোহন রায় রোড, ওয়ার্ড নং 82, কলকাতা 700027 উপরোক্ত সম্পত্তিতে জমির আনুপাতিক অংশ সহ। আমাদের উক্ত জমিতে শিব কিষান মুন্দ্রা নামে একজন অবৈধ দখলদার রয়েছে যে আমাদের কেনার তারিখ 2010 সাল থেকে পলাতক এবং কোনো হদিশ ছাড়াই রয়েছে। শিব কিষাণ মুন্দ্রাকে দ্রুততম সময়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অবহিত করা হয়েছে যা ব্যর্থ হলে আমরা আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে বাধ্য হব। কোনো আপত্তি বা প্রশ্নের জন্য 03340503337 নম্বরে যোগাযোগ করুন বা legal@khetawat.in–এ ইমেল করুন

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১২.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) গীতা শাল অ্যান্ড লন্ড্রি (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : শ্রী অজয় কুমার দাস), (২) শ্রী অজয় কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), (৩) শ্রীমতি ছায়া দাস (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - গ্রাম - পুজালি, রঘুনাথপুর, পো - পুজালি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন - ৭০০ ১৩৮ **নিশ্চিন্তপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩,৩০,৮১৪.০০ টাকা** (তিন লাখ তিরিশ হাজার আটশ চোদ্দ টাকা) টাকা **০৯.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখার** নিকট বকেয়া **৩,৩০,৮১৪.০০ টাকা** (তিন লাখ তিরিশ হাজার আটশ চোদ্দ টাকা) টাকা **০৯.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, তৌজি নং ৩৫৮, জেএল নং ৪০, খতিয়ান নং ২৪৭ (সাবেক) এলআর খতিয়ান নং ৬৯৩, দাগ নং ৮৩ (সাবেক) এলআর দাগ নং ১১৫, পূজালী পুরসভা অধীন,কলকাতা : ৭০০১৩৮, ওয়ার্ড নং ৪, দলিল নং ১১৯৩-১৯৯৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও -বজ বজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ১১৩ থেকে ১১৮, **শ্রী অজয় কুমার দাস এবং শ্রীমতি ছায়া দাস এর নামে । চৌহদ্দি :** উত্তরে : পূজালী পুরসভার সড়কের অধীন এবং পাঁচু মান্নার সম্পত্তি, দক্ষিণে : ছায়া দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : মদন মন্ডলের ভবন সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৪ ফুট পুরসভা সড়ক।

তারিখ :৩০.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এ জে সি বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, হোয়াইটহাউস কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন - ০৩৩-২২৬৫৯৯৮৭/০৩৩-২২৬৫৩৪৩৫

দখল নোটিশ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	পদাধিকার
১.	শ্রীমতি উদিতা সিংহ এবং শ্রী প্রিয়তোষ সিংহ বিলকুলি, দক্ষিণপাড়া, চন্দননগর, হুগলি, পিন - ৭১২১৩৮	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা যথাক্রমে এবং বন্ধকদাতা (উভয়)

প্রিয় স্যার,
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং/বা ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার নিযুক্ত/পদাধিকার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০৫.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি উদিতা সিংহ এবং জামিনদাতা শ্রী প্রিয়তোষ সিংহ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২৮,৫৩,১০২ টাকা (আঠাশ লাখ তিপান্ন হাজার একশ দুই টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া ২৮,৫৩,১০২ টাকা (আঠাশ লাখ তিপান্ন হাজার একশ দুই টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
বন্ধকদত্ত সম্পদ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ডি/৩, ৩য় তলে, সেন্টার পয়েন্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১০৩৭, ভূদেব মুখার্জি রোড, পো এবং থানা : চন্দননগর, ওয়ার্ড নং ১২, জেলা : হুগলি, কলকাতা : ৭১২১৩৬, মালিক শ্রীমতি উদিতা সিংহ এবং শ্রী প্রিয়তোষ সিংহ (উভয়েই বন্ধকদাতা) চন্দননগর পৌর সংস্থা অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ভূদেব মুখার্জি রোড, **দক্ষিণে :** অংশত তিনতলা এবং অংশত দোতলা ভবন, **পূর্বে :** পুরসভা সড়ক, **পশ্চিমে :** একতলা ভবন।

তারিখ : ০২.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এস এম ই ফিনান্স ব্রাঞ্চ (৫৯১৩)
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা : ৭০০০০১
নোটিশ
"এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল স্বত্ব দলিল/হস্তান্তর দলিল নং ১৯০২০৩১১২/১৯৯৬, রেজিস্ট্রিকৃত মেসার্স প্রিয় দেজ অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড এর নামে হারিয়ে গিয়েছে এবং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ থেকে যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কর্তৃক বন্ধকদত্ত হয়েছিল। ব্যাঙ্কের পক্ষে ইতিমধ্যেই জেনারেল ডায়েরি নং ২০৪৯ তারিখ ২৫.১০.২০২৪ দায়ের করা হয়েছে স্থানীয় থানায়।"
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড ব্রাঞ্চ
১৫, আর এন টেগোর রোড, পো-কৃষ্ণনগর
থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০১
ইমেল : k814@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৭.১১.২০২৪ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৪,৩৪,১২২.০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ চৌত্রিশ হাজার একশ বাইশ টাকা)** (বিবি + এমওআই = ৩০,৭২,৬০৪.০০ টাকা + ৩৩,৬১,৫১৮.০০ টাকা) **২৮.১০.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স সন্ধ্যা বস্ত্র প্রতিষ্ঠান, স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি সন্ধ্যা বিশ্বাস,** স্বামী সঞ্জয় বিশ্বাস, মুক্তিনগর এনএইচ - ৩৪, পো-কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১০২-এর কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সন্ধ্যা বস্ত্র প্রতিষ্ঠান স্বত্বা : শ্রীমতি সন্ধ্যা বিশ্বাস স্বামী সঞ্জয় বিশ্বাস ২) স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতি সন্ধ্যা বিশ্বাস, স্বামী সঞ্জয় বিশ্বাস ৩) জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী সঞ্জয় বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত নির্ভয় বিশ্বাস। সকলের ঠিকানা : মুক্তিনগর এনএইচ-৩৪, পো: কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪১১০২। খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, জেএল নং ৯২, মৌজা : কৃষ্ণনগর, প্লট নং আরএস ১৭১৪, এলআর ২৭৮১, খতিয়ান নং আরএস ৮০৯০, এলআর ৩০৪৬২, বর্তমান এলআর ৪০৫১৫, ৪০৫১৪,পরিমাণ ৩.৩০ শতক, শ্রেণি : ভিটা, দীপারা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বিক্রয় দলিল নং ১৪৪২৬-২০১২ তারিখ ২১.১২.২০১২ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও কৃষ্ণনগর ডিএসআর নদিয়া, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪৩, পৃষ্ঠা ৩৯০ থেকে ৩৯৮, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, **সন্ধ্যা বিশ্বাস এবং সঞ্জয় বিশ্বাসের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : কাজল কর এর খালি জমি, দক্ষিণে : অরুণ রায় এর ভবন, পূর্বে : প্রদীপ মুখার্জির ভবন, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া রাস্তা এবং পরবর্তীতে অসীম মন্ডলের ভবন।	৬৪,৩৪,১২২.০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ চৌত্রিশ হাজার একশ বাইশ টাকা) (বিবি + এমওআই = ৩০,৭২,৬০৪.০০ টাকা + ৩৩,৬১,৫১৮.০০ টাকা) ২৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ	ক) ২৮,৭১,০০০.০০ টাকা (*) (আঠাশ লাখ একাত্তর হাজার টাকা) খ) ২,৮৭,১০০.০০ টাকা (দুই লাখ সাতাশি হাজার একশ টাকা) গ) ২০,০০০.০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB30198042101 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৭.১১.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.** এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নম্বর** ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ২৯.১০.২০২৪
স্থান : কৃষ্ণনগর আরএনটি
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড
CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩১৫৬৯
ই-মেল: kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত ধারা ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত যেকোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ ("বিধি") সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০, তারিখ ৫ মে ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০, তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১, তারিখ ২৩ জুন ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ("জেনারেল সার্কুলারস"), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত, এবং সময় সময় সংশোধিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং প্রবিধান ৪৪ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা ('SS-2') কোম্পানি ২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মতি চাওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রেরন সম্পন্ন করেছে যা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে ব্যবসা লেনদেনের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টালে ব্যালট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী।
এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে উল্লিখিত নথিগুলি পাঠিয়েছে যারা ২৫ অক্টোবর ২০২৪ ("কাট-অফ তারিখ") এবং সদস্যদের সম্মতি / ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে।
যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাট-অফ তারিখ শুক্রবার ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা, কে একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে আইন অনুযায়ী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। যে সকল সদস্যরা এখনও পর্যন্ত তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের ইমেল আইডি **mdpldc@yahoo.com**-এ RTA-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানি থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে আবেদন করতে পারেন যেমন মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, অথবা **mdpldc@yahoo.com** এবং এর একটি ডুপ্লিকেট কপি পেতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.lnbgroup.com/kiran** এবং CDSL ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত (সময়ে সময়ে সংশোধিত), কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট ইলেকট্রনিক উপায়ে যেমন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বর্ণিত বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা সহ (ভৌতিক বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ কারীদের ক্ষেত্রে) ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ৩ নভেম্বর ২০২৪ সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে সোমবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫.০০টায়। সোমবার, ২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ই-ভোটিং মডিউল বিকাল ৫টার পরে CDSL দ্বারা ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে সাবধানে পড়ুন এবং ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুপস্থিতিতে, তার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো ব্যক্তি, ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখ থেকে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করবেন। পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং-এর ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.lnbgroup.com/kiran** এবং CDSL ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ পোস্ট করা হবে এবং নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২ ঠিকানায়।
আপনার যদি CDSL ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করতে পারেন অথবা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং -এফ৮৮৫৭

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২ নভেম্বর, ২০২৪

প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুদবুদে বালি পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: এ যেন প্রশাসনবিহীন একটা গ্রাম। চারিদিকে পরে রয়েছে অবৈধ বালি। আর তা দেদার ডিলের আলোয় পাচারের কারবার করছে বালি মাফিয়ারা। নেই কোনও প্রশাসনের নজরদারি, নেই কোনও বাধা। তাই দিন হোক বা রাত অবাধে চলছে বালির কারবার। আর ফাঁকি যাচ্ছে রাজস্বের। একদিকে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেআইনি ভাবে বালি ও মাটি পাচারের বিষয়ে প্রশাসনকে নজরদারি করার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে একপ্রকার প্রশাসনহীন অবস্থায় রয়েছে একটি গ্রাম। এমনই অভিযোগ তুলেছেন এলাকার মানুষ। বুদবুদের সালডাঙা ও রণডিহা এলাকায় রমরমিয়ে চলছে বেআইনি ভাবে বালি পাচারের কারবার। এই মুহূর্তে দামোদর নদে জল থাকায় সমস্ত বৈধ বালিঘাট বন্ধ থাকার কারণে বৈধ ভাবে বালি তোলার কাজ বন্ধ থাকলেও, রাতের অন্ধকারে দামদরের পাড় থেকে ট্রাক্টরে করে বালি তুলে, সেই বালি পানাগড় থেকে রণডিহা যাওয়ার রাস্তার ধারে জমা করা হচ্ছে। সেই বালি শ্রমিক দিয়ে কিংবা জেসিবি দিয়ে দিনের বেলায় লরি করে বাইরে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। একদল বালি মাফিয়া প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কাজ করছে বলে অভিযোগ।

শনিবার একটি লরিতে বালি বোঝাই করার সময় স্থানীয় গ্রামবাসীরা লরিটিকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে লরির চালক এই বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি। কোনও রকম বৈধ চালান ছাড়াই বেআইনি ভাবে বালি পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসন এই বিষয়ে সমস্ত কিছু জানে। এমনকি তৃণমূল পরিচালিত চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ শাসকদলের মদতে এই বালি পাচার চলছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

তাঁদের অভিযোগ, কয়েকমাস ধরেই এই কারবার চলছে। এতে পুলিশেরও মদত আছে। না হলে এত গাড়ির আনাগোনা হচ্ছে পুলিশের কেন নজর পড়ে না। এদিন গ্রামবাসীরা একটি লরিতে বালি বোঝাই করার সময় সেই লরিটিকে আটকে রাখে বুদবুদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। পরিস্থিতি খারাপ দেখে সুযোগ বুঝে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে লরি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন লরি চালক। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে বুদবুদের সন্ধিপুর থেকে লরিটিকে আটক করে বুদবুদ থানার পুলিশ।

লরির মালিকের দাবি, রাস্তা থেকে বালি তোলা হয়েছিল। তার জন্য কোনও চালান নাকি লাগে না। রাস্তায় ওঠার সময় চালান নিয়েই উঠবে এমনই দাবি করা হয়। এদিকে পুলিশের লরি

লরি আটক গ্রামবাসীর

আটকের ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের ছবি তুলতে বাধা দেন লরির মালিক ও তাঁর দলবল। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, শুধু দামোদর নয় বহু জায়গায় এই বালি লুঠের কারবার চলছে। শাসক থেকে পুলিশ সবাই মদত দিচ্ছে। বেআইনি ভাবে ওভার লোড করে বালি নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্ত ঘাট থেকে শুরু করে সেতু গুলোর অবস্থাও খারাপ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন চলে। কিছুই বলার নেই। চারিদিকে লুটেপুটে খাচ্ছে শাসকদল। আর সেই লুঠের ভাগ ১৪তলায় পাঠাচ্ছে।

যদিও এই বিষয়ে গলসি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জনার্দন চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, শাসকদলের মদতে চলছে বা প্রধান উপপ্রধানের মদতে বেআইনি ভাবে বালি কারবার চলছে এটা পুরোপুরি মিথ্যা কথা। এই বিষয়ে তিনি পুলিশ ও বিএলআরওকে জানাবেন। যাতে ওই এলাকায় অবৈধ ভাবে বালি পাচারের বিষয়টি তারা দেখে।

সম্পত্তি ভাগাভাগি-বচসা, ভাইকে খুনের অভিযোগ দাদার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। ঘটনা কালীপুজোর রাতে। মৃতের নাম গোবিন্দ বাগ (৬১)। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ডানকুনি থানার মোল্লাবেড় ধারা পাড়ায়। মৃতের ভাই মুক্ত বাগ ও ভাইপো সুমন বাগকে আটক করেছে ডানকুনি থানার পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ গোবিন্দ বাগের সঙ্গে তাঁর ভাই মুক্ত বাগের সম্পত্তি ভাগাভাগি বচসা শুরু হয় বলে দাবি। তাতে জড়িয়ে পড়ে গোবিন্দ বাগের ভাইপো সুমন বাগ। দু'পক্ষের মধ্যে

হাতাহাতিও হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, মারামারি চলাকালীন রাঙ্গ স্তার ধারে থাকা ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা লাগে গোবিন্দ বাগের। ফেটে যায় মাথা। মুহূর্তেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

রাতেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কলকাতার হাসপাতালেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন গোবিন্দ। শুক্রবার বিকেলে মৃতের ভাই ও ভাইপোকে আটক করে ডানকুনি থানার পুলিশ। তাঁদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলছে এলাকার লোকজন। শোকের ছায়া পরিবারে।

দিঘির জলে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর শনিবার সকালে উদ্ধার হল কাঁকসার সিলামপুরে দিঘির জলে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ। কাঁকসার সিলামপুরে কালি পুজোর রাতে একটি দিঘিতে তলিয়ে গিয়েছিলেন ওই যুবক।

শুক্রবার তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হলেও উদ্ধার করা যায়নি। সকাল থেকে এনডিআরএফের একটি দল তল্লাশি চালালেও সন্ধ্যায় তাঁরা উদ্ধার কাজ বন্ধ করে দিঘি থেকে উঠে আসে। শনিবার সকালে স্থানীয়রা দেহ জলে ভেসে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃতের নাম প্রদ্যুৎ বাগদি। ২২বছর বয়স। তাঁর বাড়ি কাঁকসার আড়া এলাকায়। আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর জানিয়েছেন, কালীপুজো উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বুদবুদের ভরতপুরে মামার বাড়ি বেড়াতে আসেন ওই যুবক। সেখান থেকে সিলামপুরে বন্ধুর বাড়ি এসে প্রচণ্ড পরিমাণে মদ্যপান করে। মদ্যপ অবস্থায় মাঝরাতে দিঘিতে নেমে যায়। স্থানীয়রা তাঁকে দেখে উদ্ধার করতে গেলেও উদ্ধার করতে পারেনি। তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা পঞ্চায়েত ও পুলিশকে খবর দিলে। ঘটনাস্থলে তিনি ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা ও পুলিশ পৌঁছে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও অন্ধকারে উদ্ধারকাজ করা যায়নি। শুক্রবার দিনভর উদ্ধারকাজ চালালেও ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা যায়নি। তারপরেই শনিবার সকালে দেহ জলে ভেসে উঠতে দেখা যায়। কাঁকসা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

আবাসের তালিকায় দোতলা বাড়ির বাসিন্দা সিভিকের নাম, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়দিঘি: আবাসের তালিকা নিয়ে আবারও উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির কুমড়োপাড়া পঞ্চায়েতের পুরকাইতঘেরি এলাকায়। এই গণ্ডগোলে সরাসরি নাম জড়িয়েছে শাসকদল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও রায়দিঘি থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম।

গণ্ডগোলের সূত্রপাত আবাস তালিকায় থাকা নামের তালিকা প্রকাশ নিয়ে। এই পঞ্চায়েতের পুরকাইতঘেরি গ্রামের সদস্য নির্দলের। এই নির্দল সদস্যের তরফে ১৩০ জনের নামের তালিকা ফ্লেক্সে ছাপিয়ে গ্রামে লাগানো হয়। এই ফ্লেক্সে নাম ছিল গ্রামের সিভিক ভলান্টিয়ার সাবির হোসেন হালদারের। দোতলা বাড়ির বাসিন্দা তৃণমূল সমর্থক সাবির হোসোন ফ্লেক্সটি ছিঁড়ে দেন বলে অভিযোগ। এরপর গণ্ডগোল শুরু হয় নির্দল ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে। এমনকি মহিলা সদস্যকেও মারধরের অভিযোগ ওঠে।

এমনকি এই ঘটনায় সরাসরি স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি জ্ঞানরঞ্জন মজুমদারেরও নাম জড়িয়েছে। এই ঘটনার পর রায়দিঘি থানার পুলিশ পৌঁছয় গ্রামে। গ্রেপ্তার করা হয় নির্দল প্রার্থীর আত্মীয় এক আইএসএফ সমর্থককে। ধৃতের নাম মানোয়ার আলি মোল্লা। অন্যদিকে নির্দল মহিলা সদস্য ও তাঁর অনুগামীদের অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না বলেও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা গ্রামজুড়ে।

এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের নির্দল সদস্য ফারিদা শেখ মোল্লা বলেন, 'আবাসের তালিকা অস্বচ্ছ। যোগ্য প্রাপকদের সেই তালিকায় নাম নেই। তৃণমূল নেতারা চাইছে এই তথ্য যাতে প্রকাশ্যে না আসে। তাই ওরা ফেস্টুন ছিঁড়ে দিয়েছে। উলটে আমাদের সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই জুলুমবাজি আমরা মানছিনা। পুলিশ ও তৃণমূল একযোগে এই ধরনের অনৈতিক কাজ করে চলেছে এলাকায়। এবারের একটা বিহিত হওয়া দরকার।' অন্যদিকে কুমড়োপাড়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি জ্ঞানরঞ্জন মজুমদার পালটা নির্দল সদস্য ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে বলেন, 'আমি কিছু জানি না, রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আমার ওপর চড়াও হয় তারা। আমি হাতে চোট পেয়েছি। আর যে তালিকার কথা বলা হচ্ছে তা প্রায় পাঁচ ছ' বছর আগের তালিকা। এই তালিকায় থাকা বেশি ব্যক্তিই এই ক'বছরের মধ্যে কোনও রকমে পাকাবাড়ি বানিয়েছেন, তাই বলে কি তাঁরা গরিব নন!'

তবে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় এলাকায় রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপি যুব মোর্চার রায়দিঘি-৫ মণ্ডলের সভাপতি প্রেমানন্দ জানা বলেন, 'আবাস নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়েই টাকা ইনকাম করে চলেছে তৃণমূল। সব জায়গাতেই অস্বচ্ছ তালিকা বেরিয়ে আসছে। যারা যোগ্য প্রাপক তাদেরকে বাদ দিয়ে বেছে বেছে তৃণমূলের লোকজনদেরকেই আবাসের জন্য নাম দেওয়া হয়েছে। এই পুরো সরকারটাই ভুয়ো এবং চোরেদের নিয়ে চলছে।'

রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক ডা অলোক জলদাতা জানিয়েছেন, 'মিথ্যে অভিযোগ করে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। আমাদের অঞ্চল সভাপতিকেও মারধর করা হয়েছে। আমরা চাই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিক।'

১৪ জন শব্দ শহিদকে স্মরণ হুগলির বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চের

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হুগলি

শব্দবাজির দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমাদের রাজ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ১৪ জন মানুষ শহিদ হয়েছেন। শহিদের রক্তকে বিন্দুমাত্র সম্মান না দিয়েই শব্দের দৌরাত্ম বেড়েই চলেছে। এই দীপালোকও শব্দ তান্ডবে বিপর্যস্ত।

এই পরিস্থিতিতে বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চ ৩১ অক্টোবর ২০২৪ বিকেল শ্যামাপূজার সন্ধ্যায় শ্রীরামপুর এসডিও ঘাটে এক অনাড়ম্বর আয়োজনে ১৪ জন বীর শহিদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাল। বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চের সম্পাদক গৌতম সরকার জানিয়েছেন, শব্দবাজির দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যে ১৪ জন মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাঁরা হলেন, দীপক দাস (শ্রীরামপুর) ১৯৯৭, রঞ্জিত কুমার নস্কর (ক্যানিং) ২০০৩, সুবোধ কুমার মাহাতো (সাঁওতালডিহি) ২০১০, বকুল অধিকারী (বীজপুর) ২০১০, প্রদীপ রায় (গাইঘাটা) ২০১০, মনমোহন কুটটি (হলদিয়া) ২০১১, পীযূষকান্তি সরকার (মহেশতলা) ২০১২, পিন্টু বিশ্বাস (অশোকনগর) ২০১৩, দুর্লভ চন্দ্র মাহাতো (ঝাড়গ্রাম) ২০১৫, পুটিন মণ্ডল (ফারাক্কা) ২০১৬, পূর্ণিমা মৈত্র (বিজয়গড়) ২০১৬, হারাধন মাল (খরগ্রাম মুর্শিদাবাদ) ২০১৯, সুবোধ বিশ্বাস (হাঁসখালি) ২০২১, আফজল মমিন (মোথাবাড়ি) মালদা ২০২৩।

১৪ জন শহিদ স্মরণে জ্বালানো হয় ১৪টি মাটির প্রদীপ। বাজির বিরোধিতা করে মঞ্চ সদস্যরা বুকে পোস্টার ও হাতে মোমবাতি নিয়ে মৌন প্রতিবাদে সামিল হন। শব্দশহিদ দীপক দাস শ্রীরামপুর থানা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মৃত্যু স্থানীয়দের গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। তাই মঞ্চ চায় সমস্তরকম বাজি নিষিদ্ধ হোক।

মঞ্চের সদস্য রুমি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চেষ্টা করছি মানুষ একদিন নিশ্চয় সচেতন হবেন।' তনুশ্রী ভট্টাচার্য কার্যক্রমে অংশ নিয়ে বলেন, 'গতবছর বাজির ধোঁয়ায় আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচাতে পারিনি।' কৌশিক রায় বলেন, 'বাজি ও ডিজে অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। না হলে পৃথিবী গভীর অসুখে ভুগবে।' দিন কয়েক আগে হুগলির রিষড়ায় বাড়িতে তুবড়ি বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়ে বাবা ও ছেলে হাসপাতালে ভর্তি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পুরসভার আবর্জনার গাড়ি, আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা পুকুরে ঢুকে পড়ল পুরসভার আবর্জনা ফেলার গাড়ি। গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন ওই পুকুরের ঘাটে স্নানরতা এক মহিলা। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তেলানির পাড় এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম মহিলাকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি মদ্যপ অবস্থায় গাড়িটি চালানোর ফলেই এই বিপত্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতোই বিষ্ণুপুর পুর এলাকায় আবর্জনা সংগ্রহ করে যমুনাবাঁধ এলাকায় আবর্জনা ফেলে বিষ্ণুপুর পুরসভার একটি গাড়ি পুরসভায় ফিরছিল। গাড়িটি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তেলানি পুকুরের কাছাকাছি আসতেই আচমকাই রাস্তা ছেড়ে গাড়িটি তেলানি পুকুরের ঘাটে নেমে পড়ে। সেই সময় ঘাটে স্থানীয় চারজন মহিলা স্নান করছিলেন। গাড়িটিকে ঘাটের দিকে নেমে আসতে দেখে কোনও ক্রমে ঘাট থেকে সরে প্রাণে বাঁচেন তিন মহিলা। বুড়কি তাঁতি নামের এক মহিলা সরে পড়তে না পারায় গাড়িটি তাঁকে ঘাটেই জলের ভেতরে গাড়ির নিচে চাপা দিয়ে দেয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই মহিলা। এরপরই তড়িঘড়ি স্থানীয়রা গুরুতর আহত তাঁকে নিয়ে যান বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। স্থানীয়দের দাবি, গাড়িটির চালক মদ্যপ থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা। অবিলম্বে চালকের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

ঘটনার খবর পাওয়ার পরই স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হীরালাল দত্ত ঘটনাস্থলে যান। তাঁর দাবি, ওই গাড়ির চালককে তলব করা হবে। চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালালে গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে পুরসভা।

জামাইবাবুর ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত শ্যালক, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী। শ্বশুরবাড়িতেও যাতায়াত নেই দীর্ঘদিন। ফলে স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে। স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে এসেও স্ত্রী'র দেখা পাননি স্বামী। স্ত্রীর খোঁজখবর নিতে শুরু করায় বচসা বাঁধে শাশুড়ির সঙ্গে জামাইয়ের। ধীরে ধীরে তা মাত্রা ছাড়ায়। শাশুড়ির সঙ্গে জামাইবাবুর বচসা থামাতে গেলে সেইসময় জামাইবাবুর হাতে থাকা ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম হন শ্যালক। আহতের নাম আকাশ সরকার। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জৌগ্রামের নুড়ি এলাকায়। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। গুরুতর জখম শ্যালক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা চেঁচামেচি করায় প্রতিবেশীরা ছুটে এসে শ্যালককে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। হামলাকারী জামাইবাবু অলোক দে'র সঙ্গেও ধস্তাধস্তি হয় প্রতিবেশী ও পরিবারের সদস্যদের। ধস্তাধস্তি হওয়ার ফলে ওই ঘটনায় জখম হয় জামাইবাবু অলোক দে-ও। ঘটনার সম্পর্কে জানা গিয়েছে, অলোকের বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। বর্তমানে কর্মসূত্রে জৌগ্রাম এলাকায় থাকেন। একটি গ্যারেজে তিনি কাজ করেন।

ঘটনাস্থল থেকে জামালপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ পৌঁছে জামাই ও শ্যালক দু'জনকেই উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন শ্যালক। জামাইবাবু শ্যালকের ওপর চড়াও হয়ে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামালপুর থানায় লিখিত ভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে জামাইবাবু আলোক দেকে গ্রেপ্তার করে শনিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শুক্রবার রাতে অণ্ডাল থানার বনবাহাল ফাঁড়ির জামবাদ খোলামুখ খনির কাছে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য।

স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন পাল জানান, জামবাদ খোলামুখ খনির সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে এক ব্যক্তি খনির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে একবার কাদায় তাঁর পা ঢুকে যায় এবং পরক্ষণেই তিনি বসে পড়েন। খবর জানাজানি হতে খবর দেওয়া হওয়া হয় অণ্ডাল থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। তবে ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি, ব্যক্তিটি কোথা থেকে কেনই বা এই এলাকায় এসেছিলেন, সব বিষয়ে তদন্ত শুরু করছে অণ্ডাল থানার পুলিশ। তবে ঘটনর সত্যতা উঠে আসবে ময়নাতদন্তের পরই।

ভাইফোঁটা উপলক্ষে মিষ্টির দোকানগুলিতে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভাইফোঁটা উপলক্ষে মিষ্টির দোকানগুলিতে ক্রেতাদের প্রচণ্ড ভিড়। সকাল থেকে ভাইদের পছন্দের মিষ্টি কিনতে দিদিরা ভিড় জমিয়েছেন মিষ্টির দোকানগুলিতে।

ভাইফোঁটায় মিষ্টি কিনতে আসা প্রত্যেকেই বলেন, সে ভাবে এখন কেউ মিষ্টি পছন্দ করেন না, তবে ভাইফোঁটায় মিষ্টি দরকারই। সে কারণেই মিষ্টির দোকানে আসা। এখন তাঁরা পছন্দ মতো মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরছেন। ব্যবসায়ীরাও বলেন, ভাইফোঁটা

উপলক্ষে তাঁর দোকানে অনেক ধরনের মিষ্টি তৈরি হয়েছে। মিষ্টির মধ্যে চকোলেট, মালাই মিষ্টি, বাটার, চকোলেট দিয়ে তৈরি মিষ্টির পাশাপাশি 'সুগার ফ্রি' মিষ্টিও আছে। যে যার পছন্দ মতো মিষ্টি কিনছেন বলে তাঁরা জানান।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে মিলল কার্তুজ, চাঞ্চল্য দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: পর পর বিমানে হুমকি ফোন। বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। এসবের মধ্যেই এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে মিলল কার্তুজ। চাঞ্চল্য দিল্লি বিমানবন্দরে।

সূত্রের খবর, গত ২৭ অক্টোবর এয়ার ইন্ডিয়ার এ১৯১৬ এয়ারবাস দুবাই থেকে নয়াদিল্লি এসেছিল। উড়ানটির অবতরণের পরে সব যাত্রীরা নিরাপদে নেমেও গিয়েছিলেন। সেই বিমানের ভিতরে একটি আসন থেকে উদ্ধার হয়েছে কার্তুজ। বিমানের আসনের পাশের পকেটে ওই কার্তুজটি পাওয়া গিয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে বিধি মেনে এয়ারপোর্ট পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শনিবার এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র

পুরো ঘটনাটি জানিয়েছেন। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে এভাবে কার্তুজ পাওয়া যাওয়ার স্বাভাবিকভাবেই বিমানের যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। বিমানে এমনিতেই সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ। তাহলে বিমানের সিটে কার্তুজ পৌঁছল কীভাবে, উঠছে প্রশ্ন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরে লাগাতার বিভিন্ন বিমানসস্থার বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়াচ্ছে। গত দু-সপ্তাহে পাঁচশোর বেশি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, বোমাতঙ্ক ছড়াতে যে ভুয়ো ফোন ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলির নেপথ্যে ভিপিএন। ভিপিএন ব্যবহার করেই হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে। আর সে কারণেই ওই বার্তা প্রেরকদের দ্রুত চিহ্নিত করা যাচ্ছে না।

যে আইপি অ্যাড্রেসগুলি ব্যবহার করে বোমার হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব হুমকির ৭০-৮০ শতাংশ আসছে ভারতের বাইরে থেকে। এই হুমকি ফোনগুলির জেরে বিমানে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে এমনিই প্রশ্ন উঠছিল। এবার কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনা আতঙ্ক আরও বাড়াল।

পুরীর রত্নভাণ্ডারে কোনও গোপন কুঠুরি নেই

দাবি ওডিশার মন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ২ নভেম্বর: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারে কোনও গোপন কুঠুরি নেই। যাবতীয় জল্পনায় জল ঢাললেন ওডিশার মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। তাঁর দাবি, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া পুরীর রত্নভাণ্ডারে যে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার সার্ভে বা জিপিআর সমীক্ষা চালিয়েছে, সেই সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী গোপন কোনও কুঠুরির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

পুরীর রত্নভাণ্ডারের গোপন কুঠুরি নিয়ে বহু জল্পনা, বহু গুজব, বহু মিথ শোনা যায়। ওই গোপন কুঠুরিতে বহুমূল্য রত্ন-অলঙ্কার আছে বলেও শোনা যায়। কিন্তু ওডিশার আইনমন্ত্রী দাবি করলেন, এই ধরনের কোনও কুঠুরির অস্তিত্বই পায়নি এএসআই। তাঁর বক্তব্য, 'জগন্নাথ মন্দির রত্নভাণ্ডারের মধ্যে কোনও গোপন সুড়ঙ্গ বা কক্ষ নেই। গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার (জিপিআর) সমীক্ষা রিপোর্ট শীঘ্রই আসবে। প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রত্নভাণ্ডারের ভিতরে কোনও গোপন সুড়ঙ্গ নেই।'

একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, রত্নভাণ্ডারের সিন্দুকে সামান্য ফাটল দেখা গিয়েছে। আপাতত

এএসআইয়ের লক্ষ্য সেই ফাটল মেরামত করা। যদিও সেই কাজটি সময়সাপেক্ষ। মাসখানেকের বেশি সময় লাগবে। তারপরই শুরু হবে রত্নভাণ্ডারের মূল্যায়নের কাজ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের শুরুতেই রত্নভাণ্ডারের মূল্যায়ন শুরু হতে পারে। পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানিয়েছেন, এএসআই কাঠামোগত মেরামতি শেষ করলেই রত্নভাণ্ডারে সংরক্ষিত গয়নাগুলির বিস্তারিত গণনা এবং মূল্যায়ন শুরু হবে।

দীর্ঘ ৪৬ বছর পরে খোলা হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রত্নভাণ্ডার। তবে রত্নভাণ্ডারে কী রয়েছে, এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির তরফে সরকারি ঘোষণা না হলেও নানা সূত্রে সোনা-হিরে-মণি-মুক্তের অলঙ্কারের হিসেব মিলছে। ১৮০ রকমের বহুমূল্য গয়না রয়েছে ভাণ্ডারে। এর মধ্যে ৭৪ রকমের ভারী সোনার গয়না। কোনও কোনও গয়নার ওজন ১০০ তোলা অর্থাৎ দেড় কেজি অবধি। সব কিছুর মূল্যায়ন হবে রত্নভাণ্ডারের মেরামতির পর।

বিহারে চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন ১৬ বছরের কিশোরকে

পাটনা, ২ নভেম্বর: বিহারে ১৬ বছরের কিশোরকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। তেষ্টার জলটুকু পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আরও এক জন অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

ঘটনাটি বিহারের ভোজপুর জেলার বড়কাগাঁও গ্রামের। শুক্রবার ভোর ৩টে নাগাদ সেখানে একটি মুদির দোকানে চুরির চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। দোকানের মালিক-সহ আরও চার জন দোকানের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলেন ওই কিশোরকে। অভিযোগ, তাকে চোর বলে সন্দেহ করে মারধর শুরু করেন তাঁরা। রাস্তায় বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পেটানো হয় কিশোরকে। দোকানের মালিকের দাবি, তিনি ওই কিশোরকে রাতের অন্ধকারে দোকান ভাঙার চেষ্টা করতে দেখেছেন। তার চুরির মতলব ছিল বলেও অভিযোগ।

মৃতের ভাই পুলিশকে জানিয়েছে, তার দাদাকে নির্বিচারে মারছিলেন পাঁচ জন মিলে। মার খেতে খেতে দাদার

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে জল খেতে চাইছিল। কিন্তু তা-ও তাকে দেওয়া হয়নি। মৃতের ভাই চিৎকার করে গ্রামের লোকজনকে জড়ো করেছিল। কিন্তু সকলে মিলে মারধর ঠেকানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। মার খেয়ে কিশোর যখন প্রায় অর্ধমৃত, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দোকানের মালিক এবং বাকিরা তার পর পুলিশে খবর দেন। চোর হিসাবে কিশোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ এসে কিশোরকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। এর পরেই মৃতের ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযুক্ত চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুদির দোকানের মালিক প্রকাশ শর্মা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অন্য ধৃতেরা হলেন অভিষেক শর্মা, দীপক শর্মা এবং ছোটু শর্মা। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এক জন অভিযুক্তের খোঁজ মেলেনি। তাঁর সন্ধানে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

ভূমিকম্পে কাঁপল রাঁচি ও জামশেদপুর

রাঁচি, ২ নভেম্বর: ঝাড়খণ্ডের বেশ কয়েকটি জায়গায় ভূকম্প অনুভূত হয়েছে শনিবার সকালে। কেঁপে উঠেছে এবং জামশেদপুরও। কম্পন অনুভব করতেই লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। তবে এই কম্পনের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

জানা গিয়েছে, কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৩। জামশেদপুর, রাঁচি এবং চক্রধরপুরে শনিবার সকাল ৯.২০ নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি জেলাও কেঁপেছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। কম্পনের উৎসস্থল ছিল খারসাওয়া জেলা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে। জামশেদপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। রাঁচীর তামারেও কম্পন অনুভূত হয়। এ ছাড়া চক্রধরপুরের বেশ কয়েকটি জায়গা কেঁপে উঠেছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে ঝাড়খণ্ডে ভূমিকম্প হয়। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৭। উৎসস্থল ছিল রাজ্যের দুমকা জেলার উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ কিলোমিটার গভীরে। ওই বছরেরই ডিসেম্বরে কম্পন অনুভূত হয় ঝাড়খণ্ডে। সেই সময় রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৩-এর আশপাশেই ছিল। জামশেদপুরের এক বাসিন্দার দাবি, বাড়িতেই ছিলেন তিনি। আচমকা একটা ঝটকা অনুভব

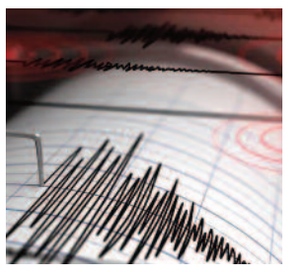

করেন। তখনই বুঝতে পারেন ভূমিকম্প হচ্ছে। তত ক্ষণে আশপাশে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। আতঙ্কিত হয়ে লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অমানবিক দৃশ্য

মৃত স্বামীর রক্তমাখা শয্যা মুছতে হল অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকেই

ভোপাল, ২ নভেম্বর: স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চোখের সামনে মৃত্যু হয়েছে স্বামীর। শোকে পাথর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। কিন্তু দুঃসময়েও মিলল না রেহাই। তাঁকে দিয়েই পরিষ্কার করানো হল স্বামীর রক্তমাখা শয্যা। এমনই অমানবিক ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে সেরাজ্যের গাড়াসরই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত ডিন্ডোরী জেলার লালপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার বড়সড় ঝামেলা বাঁধে। একই পরিবারের চারজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবা ও এক ছেলের। শিবরাজ ও রামরাজ নামে দুজনকে গাড়াসরই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন

অবস্থায় মৃত্যু হয় শিবরাজের। তাঁর স্ত্রী রোশনিই পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গ ছাড়েননি তিনি। অভিযোগ, তার পরই যে বেডে শিবরাজ শুয়েছিলেন সেটি পরিষ্কার করতে বলা হয় রোশনিকে। এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, রোশনি এক হাতে রক্তমাখা কাপড় ধরে রয়েছেন। অন্য হাত দিয়ে তিনি সেই শয্যা পরিষ্কার করছেন। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, ওই মহিলাই নিজে তাঁর স্বামীর শয্যা পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক চিকিৎসক চন্দ্রশেখর টেকম বলেন, 'হাসপাতালে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। ওই মহিলাকে বেড পরিষ্কার করতে বলা হয়নি।' তবে গুলি চালানোর ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

ঝাঁসি, ২ নভেম্বর: রাস্তা পার হচ্ছিলেন এক মহিলা। রাস্তার যখন মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই দ্রুতগতিতে একটি গাড়ি এসে মহিলাকে ধাক্কা মারে। প্রায় ৭-৮ ফুট শূন্যে উঠে গাড়ির সামনেই আছড়ে পড়ে মৃত্যু হয়। ওই অবস্থাতেই মহিলার দেহ ৩০ মিটার হিঁচড়ে নিয়ে যান চালক। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত মহিলার নাম গুড্ডু। তিনি কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা। ঝাঁসিতে হাসপাতালে এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিলেন তিনি। হাসপাতালের পাশ দিয়েই গিয়েছে দুই লেনের বড় রাস্তা। রাত তখনও সওয়া ৯টা। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওই মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। প্রথম লেন পেরিয়ে দ্বিতীয় লেন পার হওয়ার সময়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গুড্ডুর স্বামী রাজু রায়াকর বলেন, 'এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিলাম হাসপাতালে। তাঁকে দেখে সওয়া ৯টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরোই। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি গাড়ি আমার স্ত্রীকে ধাক্কা মারে। তার পর ৩০ মিটার টেনে নিয়ে যায়।'

পুলিশ আধিকারিক রামবীর সিং জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ থেকে গাড়িটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। খুনের মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

ইজরায়েলকে সাহায্য করতে এবার যুদ্ধ ময়দানে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২ নভেম্বর: মধ্যপ্রাচ্যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে যুদ্ধ। ইরান ও ইজরায়েলের যুদ্ধ আবহে এবার সেখানে সরাসরি প্রবেশ করল আমেরিকা। জো বাইডেন প্রশাসনের তরফে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা হল অতিরিক্ত সেনা, বোমারু বিমান ও মিসাইল সিস্টেম। আমেরিকার এই পদক্ষেপের পিছনে বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইরান যদি ইজরায়েলে জবাবি হামলা চালায় তাহলে সরাসরি জবাব দেবে আমেরিকা।

গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ইজরায়েল শুরু করেছিল। তা ধাপে ধাপে হাউথি, লেবাননের হেজবোল্লার হয়ে এবার মোড় ঘুরেছে সরাসরি ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। হেজবোল্লা প্রধানের মৃত্যুর বদলা নিতে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। সম্প্রতি তার পালটা জবাব দিয়েছে ইজরায়েল। ইরানের সেনা ক্যাম্পে হামলার পাশাপাশি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ইরানের প্রতিরক্ষা সামগ্রী। এই পরিস্থিতিতে ফুঁসছে ইরানও। এতদিন ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে পরোক্ষভাবে ইহুদিদের পাশে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকা। এবার ইরান ও ইজরায়েলের লড়াইয়ে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নামল ওয়াশিংটন। ফলে নতুন করে মধ্যপ্রাচ্যে ঘনিয়ে উঠল যুদ্ধের কালো মেঘ।

শুক্রবার মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার তরফে যে সব সামরিক অস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যালেস্টিক মিসাইল, অধিক দূরত্বে হামলা চালাতে ব্যবহৃত বি-৫২ যুদ্ধ বিমান-সহ আরও নানান সামরিক অস্ত্র। ইজরায়েলে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মোতায়েন প্রসঙ্গে পেন্টাগনের মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার বলেন, ইরান বা ইরানের কোনও মিত্র দেশ যদি মার্কিন সেনা বা এই অঞ্চলে হামলা চালায় তাহলে তার জবাব দেবে আমেরিকা। উল্লেখ্য, আগেই ইজরায়েলের মাটিতে আগেই প্রতিরক্ষামূলক মিসাইল মোতায়েন করেছিল আমেরিকা।

উল্লেখ্য, ইরানকে জবাব দিতে গত ২৬ অক্টোবর ইরানে ঢুকে হামলা চালায় ইজরায়েলের বায়ুসেনা। এর পরই ইজরায়েলকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার বার্তা দেয় ইরান। যদিও আমেরিকার তরফে ইরানকে সতর্ক করে বলা হয়, ইরান যে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল তার প্রত্যুত্তর দিয়েছে। নতুন ইরান যেন ইজরায়েলের মাটিতে হামলা না চালায়। যদি আমেরিকার বার্তা ইরান না শোনে তাহলে ফল যে ভালো হবে না সে বার্তাও দেওয়া হয়। এবার আর হুঁশিয়ারি নয়, ইজরায়েলকে রক্ষা করতে সশরীরে মধ্যপ্রাচ্যে পা রাখল মার্কিন সেনা।

আগাম ভোট সমীক্ষায় ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে এগিয়ে কমলা

ওয়াশিংটন, ২ নভেম্বর: আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগাম ভোটপর্বের মাঝে 'সুখবর' পেলেন ডোমাক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। সর্বশেষ জনমত সমীক্ষা বলছে, প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন কমলা।

আগামী ৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলেও রবিবার থেকে আমেরিকায় শুরু হয়েছে আগাম ভোটপর্ব। শুক্রবার পর্যন্ত সে দেশের প্রায় ছ'কোটি ভোটদাতা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমেরিকায় ভোট দেওয়ার যোগ্য নাগরিকের সংখ্যা ২৩ কোটির বেশি। এ বারের নির্বাচনে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। সর্বশেষ ২০২০ সালের নির্বাচনে

ভোট পড়ার হার ছিল ৬৬ শতাংশ, যা ছিল গত এক শতকের মধ্যে সর্বোচ্চ। সে বার আগাম ভোট পড়েছিল প্রায় ১০ কোটি।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের অনুগামীদের দাবি, আগাম ভোটে এই উৎসাহে সুবিধা পাবেন তাঁরাই। যদিও আগাম ভোট চলাকালীনই কয়েকটি জনমত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, তাঁকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন বিদায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা। আগাম ভোট নিয়ে সমীক্ষার নির্যাস; ট্রাম্পের চেয়ে ১৯ বা তার বেশি পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে কমলা। তবে ইতিহাস বলছে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ও ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন তাঁর ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিন্টন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পই বাজিমাত করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার ৫০টি প্রদেশের প্রতিটিতেই নিজস্ব ভোটিং পদ্ধতি রয়েছে। পোস্টের মাধ্যমে ব্যালট সংগ্রহ এবং পোলিং স্টেশনে সশরীরে গিয়ে আগাম নির্বাচনের দিন ভোটদানের ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন প্রদেশে। কোনও কোনও প্রদেশে এক সঙ্গে তিনটি পদ্ধতিই প্রচলিত। এ বারের ভোটে 'নির্ণায়ক' সাতটি প্রদেশের মধ্যে ছ'টিতে কমলা এগিয়ে রয়েছেন বলেও আগাম ভোটপর্বের সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৩৮৫.৬০	(৬.৫৭)	৩৮০.৬৭	৩৭৯.০৩	৩৭৬.১৬	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৩৮৫.৬০	(৬.৫৭)	৩৮০.৬৭	৩৭৯.০৩	৩৭৬.১৬	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	২৭৯.১৩	(৬.৫৭)	২৭৫.৬৭	২৭২.৫৬	২৭১.১৬	৫২৯.১৫
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	২৭৯.১৩	(৬.৫৭)	২৭৫.৬৭	২৭২.৫৬	২৭১.১৬	৫২৯.১৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১,৭৬১.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	১২.৪৬	(০.২৯)	১২.৩০	১২.১৬	১২.১০	২৩.৬১

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২ নভেম্বর, ২০২৪

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫-৬৮০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১২.০০	১২.০০	২৭.০০	২৪.০০	৪৮.০০	১৫.০০	১২.০০	১২.০০	২৭.০০	২৪.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৯.১১	(৮.৯১)	৬.৪৩	০.২০	২.৪৯	৯.২২	৯.০৭	(৯.১৩)	৬.২৮	(০.০৬)	২.২১	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৯.১১	(৮.৯১)	৬.৪৩	০.২০	২.৪৯	৯.২২	৯.০৭	(৯.১৩)	৬.২৮	(০.০৬)	২.২১	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৯.০৬	(৮.৯১)	৬.০৩	০.১৫	২.০৯	৭.৭৮	৯.০২	(৯.১৩)	৫.৮৮	(০.১১)	১.৮১	৭.৪৮
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	৯.০৬	(৮.৯১)	৬.০৩	০.১৫	২.০৯	৭.৭৮	৯.০২	(৯.১৩)	৫.৮৮	(০.১১)	১.৮১	৭.৪৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৪৯৮.০৪	-	-	-	-	-	৪৯৩.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.১৮	(০.১৮)	০.১২	০.০০	০.০৪	০.১৬	০.১৮	(০.১৯)	০.১২	(০.০০)	০.০৪	০.১৫

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২ নভেম্বর, ২০২৪

তৃতীয় দিনে লজ্জা বাঁচানোর লড়াই রোহিত-বিরাটদের সামনে

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাটিংয়ে শুভমন-পন্থের লড়াই। বোলিংয়ে জাদেজা-অশ্বিনের লড়াই। তাতেই শেষ ম্যাচ জিতে সম্মানরক্ষা করতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। না হলে যে, ২৪ বছর পর দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় মুখ ঢাকতে হবে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত পিছিয়ে ১৪৩ রানে। শেষ উইকেট বেঁচে আছে নিউজিল্যান্ডের। ফলে, অ্যাডভান্টেজে টিম ইন্ডিয়াই। তবে ব্যাটিংয়ে সামান্য ভুল-চুকেও বদলে যেতে পারে টেস্টের রঙ, তা আগের দু'ম্যাচ থেকেই শিক্ষা নিয়েছে ভারত। টেস্টের প্রথম দিন পড়েছিল ১৪ উইকেট। শনিবার পড়ল ১৫টি উইকেট। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ২৩৫ রানের জবাবে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৬৩ রানে। লিড ছিল ২৮ রানের। এরপর দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৪৩.৩ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭১ রান।

২০০০ সালে একমাত্র দল হিসেবে ভারতকে ওদেরই মাটিতে হোয়াইটওয়াশ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে তা ছিল দুই ম্যাচের সিরিজ। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টেস্টে এর আগে পাঁচবার রান তাড়া করতে নেমে ভারত জিততে পেরেছে মাত্র একবার, হেরেছে তিনবার, ড্র করেছে একবার। শেষবার ওয়াংখেড়েতে ভারত টেস্ট হেরেছিল ২০১২ সালে, ইংল্যান্ডের কাছে। এরপর এই মাঠে জয়ের ধারা বজায় রেখেছে টিম ইন্ডিয়া। ২০২১ সালে কিউয়িদেরও ৩৭২ রানে হারিয়েছিল ভারত। সেই ধারাই অব্যাহত থাকবে একটু সচেতন ব্যাটিং করলে।

কিউয়িদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটের ৮টাই নিয়েছেন স্পিনাররা। প্রথম দিন ৫ উইকেট নেওয়ার পর, দ্বিতীয় দিন জাদেজার শিকার আরও ৪। রবিচন্দ্রন অশ্বিন নেন ৩ উইকেট। বাকি দুটি আকাশদীপ ওয়াশিংটন সুন্দরের। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপে প্রথম ভাঙনটা ধরান পেসার আকাশদীপ। এরপরই বোঝা যায় পিচের চরিত্র বেশ জটিল। ধস নামানোর দায়িত্বটা নিয়ে নেন অশ্বিন-জাদেজাই। ডেভন কনওয়ে (৫১) ছাড়া কিউয়িদের আর কেউ উইকেটে দাঁড়াতে পারেননি বেশিক্ষণ।

রোহিতরা ৪ উইকেটে ৮৬ রান তুলে দিন শেষ করেছিল। দ্বিতীয় দিন ভারত থামে ২৬৩ রান তুলে। যার মধ্যে ৯০ রানই এসেছে শুভমন গিলের ব্যাট থেকে। ৩১ রান নিয়ে দিন শুরু করেন তিনি। তারসঙ্গে শুরু করা আরেক ব্যাটার ঋষভ পন্থকে (৬০) হারালেও মধ্যাহ্নভোজের পর কেরিয়ারের সপ্তম ফিফটিকে সেঞ্চুরি করার পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন গিল। তবে সেই আশা পূরণ হয়নি তাঁর। ৯০ রানের মাথায় উইকেট উপহার দেন প্যাটেলকে। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেটই গেছে এই কিউই স্পিনারের পকেটে। প্রথম দিন নিয়েছিলেন ২ উইকেট। গিলের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৯৬ রানের জুটি গড়েন পন্থ। এই জুটি ভাঙতেই আবার ধস ব্যাটিংয়ে। ১৮০/৪ থেকে ২৬৩/১০, ৮৩ রানে শেষ ৬ উইকেট হারায় ভারত। ওয়াশিংটন সুন্দর ৩৮ করে অপরাজিত ছিলেন। জাদেজা ১৪, অশ্বিন ৬ করেন। সরফরাজ ও আকাশ দীপ খাতাই খুলতে পারেননি। রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন জুটিতে জয়ের হাতছানি ভারতের সামনে। পরিস্থিতি যা তাতে তিনদিনও খেলা গড়াবে না। কোনও অঘটন না ঘটলে আড়াই দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে তৃতীয় টেস্ট।

মুম্বইয়ে ঘূর্ণি পিচে ৯০ রান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৮৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে দলকে লিড এনে দিয়েছেন শুভমন গিল ও ঋষভ পন্থ। দু'জনের জুটি ভারতকে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে দিয়েছে। তার ফলেই ভারত এখন ভাল জায়গায় রয়েছে। এই ইনিংসের কৃতিত্ব সাত মাস আগের পরিশ্রমকে দিচ্ছেন শুভমন। চলতি বছর মার্চ মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজরে সময় তিনি যা পরিশ্রম করেছিলেন তার ফসল এখন তুলছেন বলে জানিয়েছেন শুভমন।

ঘূর্ণি পিচে ভারতের টপ অর্ডার রান পায়নি। যে পিচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা ব্যর্থ হয়েছেন সেই ম্যাচে কোন মন্ত্রে সফল শুভমন? এই টেস্টে খেলার ধরন বদলেছেন তিনি। বলের অনেক কাছে গিয়ে খেলছেন। বল ব্যাটে আসতে দিয়েছেন। তাড়াহুড়ো করেননি। শুভমন জানিয়েছেন, তাঁর খেলার ধরন বদলেছেন তিনি। ভারতীয় ব্যাটার বলেন, তটেস্টে এটা আমার অন্যতম সেরা ইনিংস। ইংল্যান্ড সিরিজে অনেক পরিশ্রম করেছিলাম। ওই সিরিজ ঘূর্ণি উইকেটে খেলতে হয়েছিল। তখনই স্পিনের বিরুদ্ধে আমার খেলা আরও পোক্ত হয়েছিল। তার ফসলই এখন পাচ্ছি।দ

স্পিনের বিরুদ্ধে ব্যাট করার প্রধান শর্ত, ঠিক জায়গায় ব্যাট নিয়ে যাওয়া। প্যাডের সামনে ব্যাট রাখা। বল স্পিন হওয়ার আগেই মারার চেষ্টা করা। ইংল্যান্ড সিরিজরে সময় স্পিনের বিরুদ্ধে শুভমনের টেকনিক আরও ভাল হয়েছে। ওয়াংখেড়ের উইকেটে অজাজ পটেল, ইশ সোধিদের সামনে সেটাই দেখিয়েছেন তিনি। শুভমন বলেন, তইংল্যান্ড সিরিজরে সময় আমার মানসিকতা বদলেছে। ওই সিরিজে প্রত্যেক বার ব্যাট করতে মামার আগে ভাবতাম, কী কী শট খেলব। মাঠে নেমে সেটা করার চেষ্টা করতাম। এখনও সেটা করি। স্পিনারদের বিরুদ্ধে আমার আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে।দ

মুম্বইয়ে প্রথম ইনিংসে ২৩৫ রান করে নিউ জল্যিান্ড। জবাবে ভারত করে ২৬৩ রান। ২৮ রানের লিড পায় তারা। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউ জল্যিান্ডের রান ৯ উইকেটে ১৭১। ভারতের থেকে ১৪৩ রানে এগিয়ে তারা। এখন দেখার পর পর দুই টেস্টে হারার পর তৃতীয় টেস্টে শুভমনেরা জিততে পারেন কি না।

আইপিএল, না টাকার খেলা

কারও বেতন বেড়েছে ৬৯০০ শতাংশ, কারও ৬৪০০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬৯০০ শতাংশ! সংখ্যাটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। এত বেতনও বাড়তে পারে! পারে আবার কী, বেড়েছেও। এবারের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের উইকেটকিপার ধ্রুব জুরেলের পারিশ্রমিক বেড়েছে ৬৯০০ শতাংশ, যা আইপিএলের আগামী মৌসুমে সর্বোচ্চ বেতন বৃদ্ধির নজির।

শুধু কি জুরেল, ৬৪০০ শতাংশ বেতন বেড়েছে লঙ্কান পেসার মাতিশা পাতিরানারও। এমন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন, যাঁদের বেতন গত মৌসুমে ছিল মাত্র ২০ লাখ, তাঁরাই এবার পাবেন কোটি কোটি টাকা।

বেতন বৃদ্ধির তালিকায় জুরেল-পাতিরানার পরের নামটা বেঙ্গালুরুর রজত পাতিদারের। তাঁর বেতন বেড়েছে ৫৪০০ শতাংশ। সমান শতাংশ বেতন বেড়েছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের পেসার মায়াঙ্ক যাদবেরও। তরুণ ব্যাটসম্যান সাই সুদর্শনের বেতন বেড়েছে ৪১৫০ শতাংশ। শশাঙ্ক সিংয়ের ২৬৫০ শতাংশ, রিংকু সিংয়ের ২২৬৪ শতাংশ।

গত মৌসুমে জুরেলের পারিশ্রমিক ছিল মাত্র ২০ লাখ টাকা। সেই জুরেলকে এবার ১৪ কোটি টাকাতে (প্রায় ২০ কোটি টাকা) ধরে রেখেছে তাঁর দল রাজস্থান রয়্যালস। পাতিরানাও গত মৌসুমে চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে ২০ লাখ টাকা বেতনে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। পাতিরানাকে এবার চেন্নাই ধরে রেখেছে ১৩ কোটি দিয়ে। পাতিদারকে বেঙ্গালুরু দিচ্ছে ১১ কোটি টাকা। গত মৌসুমে তাঁরও বেতন ছিল ২০ লাখ টাকা।

মায়াঙ্কের ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর। গত মৌসুমেই প্রথমবার আইপিএল খেলেন মায়াঙ্ক। চোটের কারণে খেলতে পারেন মাত্র ৪ ম্যাচে। এই ৪ ম্যাচেই সামর্থ্য যা দেখানোর দেখিয়ে দিয়েছেন। তাতে ২০ লাখ টাকা থেকে তাঁর বেতন বেড়ে হয়েছে ১১ কোটি টাকা।

সাই সুদর্শন খেলেন গুজরাট টাইটানসের হয়ে। গত মৌসুমে তাঁর সঙ্গে দলটি চুক্তিবদ্ধ ছিল ২০ লাখ টাকাতে। তবে এবার তিনি পাচ্ছেন ৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা। পাঞ্জাব কিংসের শশাঙ্ক সিং এবার পাবেন ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা। গত মৌসুমে তিনিও খেলেছেন ২০ লাখ টাকাতে।

অন্যদের চেয়ে গত মৌসুমে একটু বেশিই পেতেন কলকাতার রিংকু সিং। তিনি কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে পেতেন ৫৫ লাখ। আগামী মৌসুমের জন্য তাঁকে ১৩ কোটি টাকা দিয়ে ধরে রেখেছে তাঁর দল।

আইপিএলের পরবর্তী আসরের জন্য খেলোয়াড় ধরে রাখার সর্বশেষ দিন ছিল গত ৩১ অক্টোবর। প্রতিটি দলের জন্য সর্বশেষ আসরের ছয়জন খেলোয়াড় ধরে রাখার সুযোগ ছিল। কিন্তু ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে মাত্র ২টি ৬ জন রেখেছে। অন্যগুলোর কেউ রেখেছে ৫ জন, কেউবা ৪ জন। দলগুলো বড় বড় তারকাকেও ছেড়ে দিয়েছে। তবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এসব তরুণ ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে।

শূন্য রানে আউটের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়ে টেস্টে ৪ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল ভারত। শনিবার দ্বিতীয় দিনে নিজেদের প্রথম ইনিংসে মোট ২৬৩ রান করে অলআউট হয় রোহিত শর্মার দল। নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ২৩৫ রানে অলআউট হওয়ায় নিজেদের প্রথম ইনিংস শেষে ভারত ২৮ রানের লিড পেয়েছে। তবে লিড পাওয়া নয়, আকাশ দীপের আউটে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার মাধ্যমে এক অনাকাঙ্খিত 'কীর্তি' গড়েছে ভারত।

ভারতের ইনিংসে আকাশ দীপ ছিলেন শূন্য রানে আউট হওয়া তৃতীয় ব্যাটসম্যান। আর পুরো সিরিজ ধরলে ১৩তম। পরিসংখ্যান বলছে, তিন বা তার চেয়ে কম ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এই প্রথম ভারতের ব্যাটসম্যানরা ১৩ বার শূন্য রানে আউট হলেন। যদিও শূন্যের সংখ্যাটা ১৩ তেই থামার নিশ্চয়তা নেই। কারণ, দ্বিতীয় ইনিংস এখনো বাকি।

বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের ৮ উইকেটে জয়ের প্রথম টেস্ট থেকে শুরু করা যাক। সে টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হন ৫ জন। দ্বিতীয় ইনিংসে সংখ্যাটা কমে আসে; ২ জন আউট হন শূন্য রানে। এরপর পুনেতে নিউজিল্যান্ডের ১১৩ রানে জয়ের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হন দুজন, দ্বিতীয় ইনিংসে একজন। এবার ওয়াংখেড়েতে ভারতের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন আকাশ দীপসহ তিনজন। অন্য দুজন সরফরাজ খান ও মোহাম্মদ সিরাজ।

তিন বা তার চেয়ে কম ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এর আগে ভারতের সর্বোচ্চ ১২ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ১৯৭৪ সালে সেটি ছিল ইংল্যান্ডের মাঠে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এরপর মাঝে ১৯৯৯,২০০০ বোর্ডার,গাভাস্কার সিরিজ এবং ২০২১,২২ মৌসুমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে ভারতের ১০ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে আউট হন। দুটি ম্যাচই ছিল তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।

কিউইদের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ খোয়ানো ভারত ওয়াংখেড়েতে ধবলধোলাই এড়াতে লড়ছে। দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশন পর্যন্ত ম্যাচের যে গতি-প্রকৃতি, তাতে ফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে কে জিতবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। প্রথম ইনিংসে ২৮ রানে পিছিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে চা,বিরতি পর্যন্ত ১ উইকেটে ২৬ রান তুলেছে।

'ক্লাসিকো' জেতা বার্সার দখলে লা লিগার পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরপর দুই ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখ ও রিয়াল মাদ্রিদকে উড়িয়ে ইউরোপিয়ান ফুটবলে নিজেদের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের বার্তা দিয়ে রেখেছে বার্সেলোনা। শুধু জেতাই নয়, যে ধরনের ফুটবল খেলে বার্সা ম্যাচ দুটি জিতেছে, তা বেশ প্রশংসিত হচ্ছে। রক্ষণ থেকে আক্রমণ, সব জায়গাতেই দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ একটি দল হিসেবে পারফর্ম করে চলেছে বার্সা। এমনকি লা লিগার মাসসেরার পুরস্কারগুলোতেও এখন বার্সার একচ্ছত্র দাপট।

চলতি মৌসুম শুরুর পর এখন পর্যন্ত দেওয়া মাসসেরা খেলোয়াড়ের সব কটি পুরস্কারই গেছে বার্সার দখলে। আগস্ট মাস থেকেই শুরু করা যাক। মৌসুমের প্রথম মাসে তিনটি পুরস্কার গিয়েছিল বার্সার ঘরে। মাসসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারে মৌসুমের প্রথম ট্রফিটা উঠেছিল দারুণ ছন্দে থাকা রাফিনিয়ার হাতে।

মাসসেরা হওয়া ব্রাজিলিয়ান এ উইঙ্গার আগস্ট মাসজুড়েই দারুণ ছন্দে ছিলেন। লা লিগায় চার ম্যাচে তিন গোলের পাশাপাশি সহায়তা করেন আরও তিন গোলে। সে মাসে তাঁর করা তিন গোলই অবশ্য এসেছিল এক ম্যাচে। রিয়াল ভায়াদোলিদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। অন্যদিকে বার্সার ডাগআউটে নিজের প্রথম মৌসুমেই মাসসেরা কোচ নির্বাচিত হন হান্সি ফ্লিক আর অনূর্ধ্ব ২৩ বছর বয়সীদের মধ্যে মাসসেরা হন লামিনে ইয়ামাল।

মাসসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার সেপ্টেম্বরেও নিজেদের দখলে রাখে বার্সা। এবার পুরস্কারটি জেতেন আরেক উইঙ্গার ইয়ামাল। ১৭ পেরোনোর আগেই তারকা হয়ে ওঠা ইয়ামাল সেপ্টেম্বরের চার ম্যাচে ৩ গোলের পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্ট করেন। তবে গোল বা অ্যাসিস্ট এক পাশে সরিয়ে রাখলেও ম্যাচগুলোয় ইয়ামালের পারফরম্যান্স ছিল অনবদ্য। চলতি মৌসুমে বার্সার আক্রমণভাগের প্রাণভোমরা বলা যায় ইয়ামালকে। প্রায় প্রতি ম্যাচেই বার্সার আক্রমণগুলো পরিচালিত হচ্ছে তাঁকে ঘিরে, যার ফলে তাঁর হাতে উঠেছিল মাসসেরার পুরস্কারটি।

চলতি মৌসুমের নানা হিসাবের কারণে অক্টোবর মাসটা ছিল বার্সার জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ। এই মাসেও নিজেদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জ দারুণভাবে পেরিয়ে গেছে বার্সা। চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখকে হারানোর পর লা লিগায় উড়িয়ে দিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে। বার্সার এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার পথে দলের স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কি ছিলেন অনন্য।

অক্টোবরে বার্সার হয়ে খেলা তিন ম্যাচে হ্যাটট্রিকসহ লেভা গোল করেছেন ৭টি। এরপর অবশ্য তাঁর মাসসেরা খেলোয়াড় হওয়ার আর কোনো ব্যাখ্যা না দিলেও চলে। একই মাসে কৌশল নিপুণতা দেখিয়ে মাসসেরার পুরস্কার জিতেছেন ফ্লিক। আর অনূর্ধ্ব ২৩ বছর বয়সীদের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন পেদ্রি। তিন মাসে মাসসেরায় বার্সার এই দাপটই বলে দিচ্ছে সময়টা এখন তাদেরই।

মেসি নেইমার পুনর্মিলনীতে বাধার কথা বললেন মার্তিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় এক বছরের বেশি সময় পর চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার পর থেকেই আলোচনায় নেইমারের দলবদল। এ মৌসুম শেষেই ২০২৫ সালের জুনে আল হিলালের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে নেইমারের। তবে এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাঁর দলবদল প্রসঙ্গে আলোচনা।

সম্প্রতি নেইমারের তাঁর শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে যাওয়ার কথা শোনা গেছে। সেই আলোচনা থামার আগে এবার শোনা যাচ্ছে তাঁর ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার কথা। বিশেষ করে মায়ামিতে ২ কোটি ৬০ লাখ ডলারে বাড়ি কেনার পর থেকে এই আলোচনা ডালপালা মেলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে মায়ামিতে আবার মেসি,নেইমার পুনর্মিলনীর দেখা মিলবে।

নেইমারের সঙ্গে লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্বের কথা কারও অজানা নয়। বার্সেলোনায় একসঙ্গে খেলার সময়ই প্রগাঢ় হয় এই ত্রয়ীর বন্ধুত্ব। ক্লাব বদলে একেকজন একেক জায়গায় যাওয়ার পরও বন্ধুত্বে ফাটল ধরেনি। বিভিন্ন সময়ে একসঙ্গে ভ্রমণে যেতেও দেখা গেছে তাঁদের।

এমনকি মেসির বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা ছিল নেইমারের। এসব দিক বিবেচনায় নেইমারের আবারও মেসি, সুয়ারেজদের সঙ্গে খেলার বিষয়টি একেবারে আকাশ,কুসুম কল্পনা নয়। নেইমারের মায়ামিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনোও। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'এখন কারও মায়ামিতে বাড়ি কেনার মানেই কি এখানে খেলতে আসা?

তবে মেসিসহ ছেলেরা এখানে আছে, যেকোনো কিছুই হতে পারে। আমি যা ভাবতে পারি না, সেটা হলো, যদি লিগ তার বেতনসীমার বিষয়ে আরও নমনীয় না হয়, তবে এটি কীভাবে পরিচালিত হবে?'

সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি করলেই যে বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়ে যাবে, তা,ও মনে করেন না মার্তিনো। এমএলএসের কঠিন নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মার্তিনো আরও বলেছেন, 'বাস্তবতা হচ্ছে এমএলএসের নিয়ম বেশ কড়া এবং এগুলো ভাঙা যায় না। যদি না তারা নিয়ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। আজকের হিসাবে এটা অসম্ভব (নেইমারকে দলে টানা)। ফলে এই আলাপের কোনো ধারাবাহিকতা নেই।'

সাম্প্রতিক এসব আলোচনা বলছে, সামনের দিনগুলোয় নেইমারের দলবদলের আলোচনা নতুন রোমাঞ্চ নিয়ে হাজির হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য নেইমারের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেটা জানতে মৌসুমের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

নিউক্যাসলের মাঠে আবার হারল আর্সেনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ কী হলো! হঠাৎ করে কীভাবে সেন্ট জেমস পার্ক আর্সেনালের জন্য দুর্ভেদ্য হয়ে গেল! দুর্ভেদ্য কী, নিউক্যাসলের মাঠ সেন্ট জেমস পার্কে গেলেই যে হেরে যাচ্ছে এমিরেটসের দলটি। প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ তিন ম্যাচের দুটিতে হেরে আজ সেন্ট জেমস পার্কে খেলতে গিয়েছিল আর্সেনাল, ফিরল আরেকটি হার নিয়ে। অথচ এই চার ম্যাচের আগে সেন্ট জেমস পার্কে আর্সেনালের বিপক্ষে খেলা ১৯ ম্যাচের মধ্যে ১০টিই হেরেছিল নিউক্যাসল। বাকি ৯ ম্যাচের সাতটিতে করেছিল ড্র, জিতেছিল মাত্র দুটি।

চোট কাটিয়ে গ্যাব্রিয়েল ফেরায় অনেক দিন পর আবার একসঙ্গে আর্সেনাল মাঠে পেয়েছে নিজেদের প্রথম পছন্দের সেন্টার-ব্যাক জুটি। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল ও সালিবা জুটির আবার একত্রিত হওয়াটা সুখকর হয়নি। ম্যাচের ১২ মিনিটেই গোল খায় আর্সেনাল। অ্যান্থনি গর্ডনের ক্রস থেকে সুইডিশ ফরোয়ার্ড আলেক্সান্ডার ইসাক গোলটি করতে যে হেডটি নিয়েছেন, তা গ্যাব্রিয়েল ও সালিবার মাঝ থেকে লাফিয়ে উঠেই। ইসাকের এই গোলেই সেন্ট জেমস পার্ক থেকে শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে হেরে আসে আর্সেনাল। গত মৌসুমেও সেন্ট জেমস পার্কে এই একই ব্যবধানে হেরেছিল গানাররা।

ম্যাচে অবশ্য অনেক দিক থেকেই এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। আর্সেনালের বল দখল ছিল ৬৩ শতাংশ, নিউক্যাসলের ৩৭ শতাংশ। পাস আর নিখুঁত পাসেও এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। তবে গোলে লক্ষ্য করে শট নেওয়া আর লক্ষ্যে শট রাখায় স্বাগতিক নিউক্যাসলই ছিল এগিয়ে। আর্সেনালের গোল উদ্দেশ করে ৯টি শট নেয় নিউক্যাসল, যার চারটিই ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে আর্সেনাল ৮টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে মাত্র একটি।

ম্যাচের এই পরিসংখ্যান, নিউক্যাসলের বিপক্ষে হার;এসব যেন এবারের প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের ধুঁকতে থাকারই প্রতিচ্ছবি।

নিউক্যাসলের আগে খেলা ৯ ম্যাচের তিনটিতে ড্র করেছে তারা, হেরেছে একটি। আজকের হারের পর ১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় বোর্নমাউথের বিপক্ষে খেলতে নামার আগে শীর্ষে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ছিল ৯ ম্যাচে ২৩। ৯ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল আছে দ্বিতীয় স্থানে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**